
DURGA PUJA
2026
HARTFORD, CT
Hoichoi
দশভুজা

K-12 ADVANCED MATH CLASSES

For Being Part of Our Journey

NOW ENROLLING

Schedule a free evaluation
at RSM Avon or RSM South Windsor

mathschool.com



hoichoi.culturalclub@gmail.com

1245 Farmington Avenue, #1041, West Hartford, CT 06107, United States

Hoichoi

501(C)(3) NON-PROFIT ORGANIZATION Tax exempt organization incorporated in the state of Connecticut

https://hoichoict.com/

Durga Puja 2026

Date: October 17 & 18, 2026

Venue: Westminster Presbyterian Church
2080 Boulevard, West Hartford, CT 06107

October 17 (Saturday)

Bodhon, Saptami, Ashtami Puja,
Pushpanjali, Lunch,
Cultural Program & Dinner

~~~~~~

Musical Night with
Rusted Strings

October 18 (Sunday)

Nabami, Dashami Puja,
Pushpanjali, Lunch,
Cultural Program & Sindoor Khela
~~~~~~



Thank You

Hoichoi extends special Thanks to the donors and their families who went above and beyond with their generous contributions and support.

Sumartya Sen

Sanchari Sengupta

Mayukh Samajder

Mainak Chaudhuri

Kamalikaa Neogi

Arpan Shome

Aritra Sur

Jayanta Kar

Payel Bose

Editor's Note

Hoichoi Magazine – দ্বিতীয় বর্ষ
শুভ শারদীয়া

"বাঙালীর একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আর লেখালেখির কিছু পার্ট থাকবে না !! "—এই আশ্চর্যবোধক চিহ্নটিকে মুছে দেওয়ার স্বপ্ন থেকেই গত বছর হইচই ম্যাগাজিনের যাত্রা শুরু। পথ ছিল কঠিন, অজানা ছিল অনেক কিছু। কে লিখবে, কে ছাপাবে, প্রিন্টিংয়ের বাজেট কোথা থেকে আসবে—সব প্রশ্নই ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। শুধু ইচ্ছা থাকলেই তো হয় না; সামর্থ্য না থাকলে অনেক ইচ্ছাই অজানা থেকে যায়। তবু দৃঢ় সংকল্পের শক্তি দেখাল, পথ ধীরে ধীরে সরল হয়ে আসে।

স্বীকার করতেই হয়—প্রথম বর্ষে ম্যাগাজিন তৈরির পথে অসংখ্য বাধা ছিল। সময়ের অভাব, সীমিত সম্পদ, প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ—সবকিছুই আমাদের থামিয়ে দেওয়ার মতো ছিল। কিন্তু আমরা থামিনি। একসঙ্গে কাজ করেছি, একসঙ্গে শিখেছি, আর একসঙ্গে সেই বাধাগুলোকে অতিক্রম করেছি।

লেখা এসেছে—ছোটদেরও এসেছে। কচিকাঁচারা প্রাণ খুলে লিখেছে। প্রথম বছরের ম্যাগাজিন ছিল হইচই-এর সাহিত্যপ্রেমী বাঙালি মননের এক অনন্য পদক্ষেপ—একটি রঙিন বই, যেখানে ছোটদের লেখা, আঁকা, কল্পনা আর আনন্দ মিলেমিশে তৈরি হয়েছিল এক অনন্য সৃষ্টি। সেই ম্যাগাজিন হাতে পেয়ে শিশুদের চোখে যে উচ্ছ্বাস দেখেছিলাম, সেটাই ছিল আমাদের পরিশ্রমের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। নিজের লেখা প্রিন্ট কপিতে দেখে তাদের মুখের হাসি আমাদের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিয়েছিল।

প্রথম বছরের সাফল্য দ্বিতীয় বছরের পরিশ্রমে স্নিগ্ধ ছায়া ফেলেছে। সময়মতো লেখা জমা পড়েছে, পর্যাপ্ত সময় পাওয়া গেছে এডিটিং ও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করার জন্য। অনেক অজানা বিষয় জানা হয়ে যাওয়ায় এবার পরিচিত জিনিসগুলোকে আরও ভালো করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। লেখার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র এবার অনেক বেশি—তাই পরিবেশনের জটিলতাও স্বাভাবিকভাবেই বেড়েছে। তবু আশা করি, আগেরবারের মতো এবারও আমাদের দ্বিতীয় বর্ষের ম্যাগাজিন সকলের মন জয় করবে।

গত বছর প্রচুর প্রশংসা যেমন ছিল, তেমনি সমালোচনাও ছিল—বিশেষ করে AI ব্যবহারের বিষয়ে। আমরা সেই সমালোচনার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তিরিশটিরও বেশি লেখা, ছবি, কল্পনা নিয়ে স্বল্প বাজেটে, সীমিত লোকবল ও স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি মানসম্মত ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে গেলে ডিজিটাল টুল ছাড়া তা প্রায় অসম্ভব। এখনো পর্যন্ত আমাদের হইচইতে এমন কোনো ডিজিটাল আর্টিস্ট নেই যিনি এতগুলো ইলাস্ট্রেশন সময়মতো তৈরি করে দিতে পারেন। তাই AI আমাদের জন্য ছিল একটি সহায়ক হাত—শিশুদের সৃষ্টিকে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য।

এই বছর আমাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য—সমস্ত লেখা সময়মতো সংগ্রহ করা এবং সেগুলোকে পরিষ্কারভাবে সম্পাদনা করে ম্যাগাজিনটিকে প্রস্তুত করা। গত বছর যেখানে শেষ মুহূর্তে প্রচুর প্রচারণা করতে হয়েছিল, সেখানে এই বছর সবাই নিজে থেকেই আগ্রহ দেখিয়েছেন। সময়মতো জমা পড়েছে লেখা, আঁকা, গল্প, কবিতা। এই সহযোগিতা আমাদেরকে আরও আত্মবিশ্বাসী করেছে।
Hoichoi Magazine-এর দ্বিতীয় বর্ষ তাই শুধু একটি প্রকাশনা নয়—এটি আমাদের কমিউনিটির একসঙ্গে এগিয়ে চলার গল্প। আমাদের সৃজনশীলতার গল্প। ছোটদের অভিভাবকদের উৎসাহের গল্প। আর আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার গল্প।

আমরা চাই এই ম্যাগাজিন আরও বহু বছর ধরে চলুক। আরও অনেকে তাদের প্রথম লেখা এখানে প্রকাশ করুক। আরও অনেক পরিবার এই ম্যাগাজিনকে স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করুক।

Hoichoi Magazine-এর দ্বিতীয় বছরে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। চলুন, আবারও একসঙ্গে তৈরি করি রঙিন আনন্দের এক নতুন অধ্যায়।

ধন্যবাদান্তে
অর্ক ভট্টাচার্য

দশভুজা — Many Hands, One Community

Subho Sharodiya!

Dear HoiChoi Family,

There is something about Durga Puja that transcends time and distance.

Thousands of miles away from the places many of us once called home, the familiar signs of Pujo may look different. We may not see fields of kash phool or hear the sounds of a neighborhood pandal from our windows, but as autumn arrives, something within us knows— **Maa is coming.**

For us, Durga Puja is more than a celebration. It is a connection—to our roots, our childhood memories, our culture, and most importantly, to one another.

And perhaps that is what makes celebrating Pujo away from home so special.

Here, a community celebration does not simply happen. Someone plans. Someone cooks. Someone decorates. Someone rehearses. Someone manages logistics. Someone captures the memories. Someone works late into the night behind the scenes.

And someone always steps forward and asks— "What can I do to help?"

One hand becomes many. And that is how HoiChoi comes alive.

That spirit inspired our theme for Durga Puja 2026: **দশভুজা — Many Hands, One Community**

Maa Durga's ten hands symbolize strength, purpose, and the ability to accomplish what one alone cannot. For us, they also represent the spirit of community—different people, different talents, and different responsibilities coming together for one shared purpose.

Behind every HoiChoi celebration are countless hours of preparation, often beginning long before our guests arrive. Our Puja Arrangement Team is among the first to step in—coming early to prepare Maa Durga and the Puja-related items, organize the worship space, and make sure everything needed for the rituals is ready with care and devotion.

Our Cultural Team brings the stage alive through music, dance, drama, and performances. The Event Management Team works behind the scenes to keep countless moving pieces together, while the Food Arrangement Team takes on one of the biggest responsibilities of Pujo—making sure our community is fed and cared for.
Our Decoration Team transforms a familiar space into a festive home for Maa Durga. Marketing and Communication connect HoiChoi with our community, sponsors, partners, and friends. Social Media & Photography capture the moments that become tomorrow's memories, while the Magazine Team gives our community a place to share its stories, thoughts, creativity, and voices. And even these descriptions cannot capture every contribution.

There are people carrying boxes, setting up tables, making last-minute runs, welcoming guests, helping children, coordinating performers, serving food, cleaning up, solving unexpected problems—and simply noticing when something needs to be done.

Message from Executive Committee

Some hands are seen. Many are not. Every hand matters.

Throughout this past year, we have witnessed that spirit again and again—through our cultural celebrations, community gatherings, volunteer efforts, sports, and countless moments that may never appear in a photograph. Plans have changed. Challenges have appeared. Things have not always gone exactly as expected.

But one thing has remained constant— **People showed up for one another.**

As an Executive Committee, our role is to organize, facilitate, and create opportunities. But HoiChoi has never belonged to a committee. HoiChoi belongs to all of us. No single person, committee, or team makes HoiChoi. We all do.

Our members, volunteers, Action Teams, performers, sponsors, partners, friends, and families are all part of this journey. And perhaps the most important part of that journey is the next generation growing up among us.

Our vision moving forward is simple: **Together, We Thrive — Now, We Align and Grow Stronger.**

We want HoiChoi to be a community where our traditions are not simply remembered, but lived and passed forward.

A community where someone joining us for the first time feels welcomed. Where friendships extend beyond the days of an event. Where everyone has an opportunity to contribute in their own way.

And where our children experience Durga Puja not merely as their parents' nostalgia, but as part of their own identity, their own memories, and their own community.

Most importantly, we hope everyone can look around HoiChoi and feel— "I have a hand in building this."

This Durga Puja, as we welcome Maa Durga, let us also celebrate the many "দশভুজা" among us—the countless hands and hearts whose time, creativity, generosity, dedication, and love make this community possible. To every member, volunteer, Action Team member, performer, sponsor, partner, friend, and family who has been part of this journey—
Thank you.

May Maa Durga bless every family with happiness, health, strength, and prosperity. And may the laughter, adda, friendships, and togetherness of these Pujo days remain with us long after the celebrations are over.

Many Hands. One Community. One HoiChoi.

Shubho Sharodiya!

With warmth and gratitude,
Executive Committee
HoiChoi Inc.
With warm regards,
Hoichoi Executive Committee









My Happy Days at Durga Puja

Toshika Guha

Durga Puja is one of my favorite festivals because it is all about happiness, family, friends, and having fun together. It is celebrated every year in the fall. Durga Puja celebrates Goddess Durga's victory over the demon Mahishasura. Goddess Durga is very powerful and is a symbol of good winning over evil. She has four children—Ganesha, Lakshmi, Saraswati, and Kartikeya.

My name is Toshika, and my name means Goddess Durga. That makes Durga Puja extra special to me!

Every year, my Baba helps bring all the idols of the gods and goddesses from storage to the church in a big truck. When the idols arrive, everyone gets very excited. The aunties and uncles decorate the place beautifully and get everything ready for the celebration.

There are so many fun things to do during Durga Puja. We have delicious Indian food, and many people perform on the stage. They sing songs, dance, and perform dramas. There are also many beautiful songs about Goddess Durga. After lunch, everyone spends time talking, laughing, and enjoying the celebrations together.

One of my favorite parts is wearing traditional Indian clothes. We take lots of pictures with the idols and with our family and friends. For two days of the weekend, our community comes together to celebrate, and make wonderful memories. I always look forward to Durga Puja because it fills my heart with happiness.







My Favorite Weekend: Durga Puja at HoiChoi!

Reyansh Das

Every year, I get so excited when my parents tell me we are going to celebrate Durga Puja at HoiChoi!!

My whole family gets ready, and we drive to the church. I see the Durga idol and all her children and pray to them.

Durga Puja is a whole weekend, Saturday and Sunday! All my friends are there too, the ones I only get to see during Puja. We run around, play games, and have so much fun. The best part is that I get to be in the kids' show! I practice my part for weeks, and when it's finally time to perform on stage in front of everyone, everyone claps, and I feel proud.

I also love the food! While the grown-ups eat all their Bengali dishes, we get to have our own kids food and snack like noodles, pizza, and yummy snacks.

By Sunday evening, when it's time to go home, I always feel a little sad, but again looking forward to next year's puja.

That's why Durga Puja is my favorite weekend of the whole year.



The Forest

Adrij Roy Sen

I woke up in the forest. It was nighttime and cold. I looked around and saw lots of huge trees and a fireplace.
I went to find an axe and found one lying very close to me. I was scared when I saw it, but I still took it. I thought maybe some hunters had left it there.
I cut down some of the trees and made a fire because I was cold and needed some light to see. I sat beside the fire and tried to remember how I got there.
Then, I found a backpack, and inside I found a poster. Next to the backpack there was a big box with a keyhole. The box scared me. I thought maybe I needed to find something to open it.
The poster said, "Save two kids and win the prize in the big box."
Now I had a purpose. I decided to find the two kids so that I could open the box and hopefully leave the forest.
I started walking in different directions, looking for the kids.
After searching for a while, I found the first kid inside a hut. But there was a problem.
A tiger was guarding the hut.
When I saw the tiger, I was scared. Luckily, the tiger hadn't seen me yet.
I thought of an idea. I threw a thick stick, and the tiger chased it. I ran faster than ever, reached the hut, and rescued the kid.
We went back to the campfire, made a tent, and went to sleep.
The next morning, I went to find the other kid.
This time, there wasn't a tiger guarding the hut.
There were five wolves!
I tried the same trick. I threw a stick, but this time it didn't work.
So I went back to the fireplace and got another stick. This time, I set the stick on fire. I went back to the hut and threw the burning stick. All five wolves followed it.
I ran to the hut and rescued the second kid. He gave me a key, and we went back to the campfire.
I put the key into the big box and opened it.
Inside the box was...a bed!
I made the bed and went to sleep.
When I woke up, I realized it had all been a dream.
I pulled my blanket over me and smiled.
Then, from somewhere outside my window, I heard—
GRRRRRRRR...
I quickly pulled the blanket over my head.
Maybe it wasn't completely a dream after all.



The Girl Who Didn't Like Festivals

Anusmita Dutta



Everyone in my neighborhood loved Durga Puja. Everyone except me. While my friends counted the days until the Puja, I counted the days until it was over.
I hated the crowded streets, the loud drums, the endless decorations, and especially being forced to wear uncomfortable clothing. "You're helping me decorate the Durja Puja Hall this year" my mom announced one morning. "What?? WHY ME!" I complained. "Because you live here," she replied. That was not the answer I was hoping for.

When I arrived at the hall, my friends immediately handed me a box of decorations. "Hang these flowers," Anika said. I tried my best, but somehow half of the flowers ended up upside down. Everyone laughed.

Then came the fairy lights. Five minutes later, I was completely tangled in them. "Great." I muttered. "I've been defeated by Christmas lights. "Later, I was sent to help in the kitchen. Somehow, I ended up carrying a large pot of bhog. I carefully walked through the crowded room until someone shouted, "Careful!" I turned around, bumped into a table, and nearly dropped the pot. Luckily, nothing spilled.
By the evening, I was exhausted. I sat outside the pandal, wishing I could go home. That was when I noticed a little girl standing alone near the entrance. She looked nervous and kept looking around. "Are you okay?" I asked. She shook her head. "I'm new here. I don't know anyone."



I understood exactly how she felt. I smiled and held out my hand. "Come with me." I brought her inside and introduced her to my friends. Soon, we were decorating flowers together, watching the dhak players, taking pictures, and eating bhog. Within an hour, the little girl was laughing and running around with everyone else.
Watching her made me realize something. I had spent the entire day thinking about everything I disliked, but I had completely forgotten what had made Durga Puja special. It wasn't just about the decorations, food, or music. It was about people coming together. It was about neighbors helping each other, families spending time together, and strangers becoming friends.

When I went home that night, my mom looked surprised. "So did you hate Puja?" she asked. I smiled. "Maybe not as much as I thought."
The next morning, I woke up before anyone else. I got dressed and ran towards the hall. My friends stared at me. "Why are you here so early?!" Anika asked. I picked up a box of flowers and grinned. "I have decorations to hang." Rohan handed me the fairy lights. I stared at them. "Don't even think about it!" Everyone burst out laughing. I laughed too.



Maybe I still don't love everything about festivals, but now, whenever I hear the drums and see the hall beautifully decorated. I didn't think about the noise or the crowds. I thought about the people I had met, the memories we had made, and the little girl who had reminded me what Durga Puja was really about.
For the first time, I wasn't counting down until the festival ended, I was already looking forward to next year.

My Epic Carnival Adventure!

Arishka Shome (Jiu)



Looking back at this past July, the absolute highlight of my summer was going to the carnival! I really wanted an infinite rides wristband, but my parents thought we should just buy individual tickets. I couldn't let all those rides pass me by, so I struck a deal: if they got me the wristband, I promised I would go on every single ride at the park! They agreed, and I officially got my golden pass to unlimited fun.

At first, I almost regretted my deal. My parents made me go on one of the most adventurous rides there, called "Avalanche." Standing in line with the loud music blaring and people shouting with excitement, my stomach was doing flips! But as soon as the coaster stopped, my heart was racing in the best way possible—I was hooked.

Next, I raced down the Giant Slide. Three people can slide down at the exact same time, sitting on these special grey mats that make you shoot down super fast and slippery. After that, I tried a giant swinging ride that spun in huge circles high up in the air. I thought it would be scary, but floating above the carnival was actually amazing!

Before heading home, I twirled around in the Teacups until I was completely dizzy, and then finished the night by conquering the Avalanche one last time. Now that school is starting back up in September, I'm still thinking about how awesome that July weekend was. If you ever visit the carnival, definitely get the wristband—it is totally worth it!

Gopal Bhar and his clever jokes

Riyaan Maity



Do you know who Gopal Bhar is? He is a comedian who liked to make the king and his courtiers have a big laugh because of his witty ,intelligent and humorous personality.

This story is about Gopal Bhar and his love for mangoes…the king of fruits…it goes like this…

One summer day,Gopal Bhar was invited to the king's palace for a feast.There was delicious food everywhere. After his meal he was completely full. He exclaimed that he was so full that he could not fit another grain of rice in his mouth.Just in that moment a servant walked in with a huge bowl of ripe mangoes.He started drooling when the king gave him a confused look."Gopal,you have eaten plenty of food! Surely you cannot eat anymore.Also you said you cannot fit a single grain of rice in your mouth .Now all of a sudden why do you want to eat a whole bowl of mangoes.."the king said….Gopal replied.."indeed I am completely full …but if you walk into your palace then people move aside for you…because you are the king..but for the foods in my stomach….the mangoes are the king of fruits and they will always be welcome in my stomach."Everyone in the court burst out laughing.

Moral of the story-

A clever mind can even turn an ordinary moment into something joyful.

My Bagheera

Aahir Das



I will never forget the time I got Bagheera, and that was the first time ever in my life I experienced tears of joy. I will also never forget the time I got sick because of him; I had Bronchitis. After a week of trying to pet him, he ran to Bubu again and again right in front of me.

He is odd because he is the opposite of a guard dog, always cuddling with us as if he is secretly a teddy bear, but he is a great guard dog protecting us from vacuums, the hose, and cardboard boxes. Though the second a human enters our house, he is again a cute little teddy bear. If you do not know my little cupcake, his name is Bagheera, and he is a cute German shepherd. He is named Bagheera after the brave panther in the story "The Jungle Book", but he should have been named Gablu because of how much of a fluffy baby he is. He is also as energetic as a kid who just had one sip of Redbull. He is always happy to go outside; like the second I go outside, he wants to go out immediately, as if he needs me by his side at all times, like I am his bodyguard, but he is a GERMAN SHEPHERD!!! He is supposed to be my bodyguard ! The most unusual thing about my dog is that he does not like food, which is crazy. It seems crazy because he is an 80-pound dog. If you have seen other dogs, they will be sleeping beside their feeding bowls, so the second they see food in the bowl, they inhale all of it. But my dog is the polar opposite; we will pull him by his leash to bring him close to the food and to make him eat the food. We tried everything like wet dog food, Khichuri, several different treats, eggs, and liver. He loves that food by itself, but the main factor of his food is kibble. To hate kibble with your heart and soul as a dog is just shocking. He will kick, pounce, whine, and bark so he will not go close to his food.

Now you know what he does and how he is, but I have not told you how he has affected my life. Since the day he stepped into this house and to this second you are reading this story, I can say he has been AMAZING. I am proud to say this because I feel like I am his big brother. I feel this way because every day I tell him to do what I say, like how my sister does to me 24/7, and I also take care of him in every way I can. This has made me learn how to be calm and gain the power of leadership. This has made me feel calm because Bagheera was like a newborn, always needing attention, and he was kind of calm. Now he is a troublesome fella, because he is in his adolescence, and this means he is a teenager, which is honestly horrible. This is horrible because he is like a rebel, rebelling all day. But still, I am standing happy and proud of my Bagheera.

More than luck

Ruhani Samajder



Imagine sitting at the bottom of the ocean, watching years of doing nothing go by. That was my life. Every day was the same until an ocean current finally swept me away.
For the first time in my life, I was moving.
Finally!
The current carried me toward the surface. Light appeared above me, and soon I drifted toward a beach filled with humans. it looked so different!
As I approached the shore, a girl caught my attention. She looked about thirteen and was searching the sand with a worried expression.
"I can't find it!" she cried to her mom. "I looked everywhere. My ring is gone!"
A wave pushed me onto the sand. That's when I noticed something sparkling behind me.
A ring.
Wasn't that what she was looking for?
I wanted to yell, It's right here!
Then I remembered I was a rock. A blue ocean rock.
All I could do was wait.
Finally, the girl looked in my direction and walked towards me. Strangely, she wasn't looking at the ring.
"That's a pretty rock."
She picked me up, then suddenly gasped.
"My ring!"
She grabbed it from the sand and slipped it onto her finger.
"My grandma gave me this," she whispered. Then she looked at me. "You found it. You're my lucky rock!!"
She put me in her pocket, and everything went dark.
Her pocket was extremely bumpy. I probably moved more that afternoon than I had in my entire life.
When she pulled me out, I saw a room with pictures covering the walls, fairy lights and above the bed was a sign that said ALISA.
Well, I guess that was her name.
Alisa wrapped some string around me but couldn't get it to stay. Eventually, her dad helped make a tiny hole through me. She threaded the string through it and tied a knot.
"Perfect."
She placed the necklace around her neck.
After years of being an ordinary rock at the bottom of the ocean, I finally belonged somewhere.

Over the next few weeks, I learned a lot about Alisa. Her favorite ice cream was vanilla, her favorite color was blue, but I also noticed something else.
Whenever a teacher asked a question, Alisa's hand would sometimes rise slightly from her desk before quickly falling again. Then another student would give the same answer Alisa had muttered to herself.
Over the next few months, whenever she got nervous, she grabbed me. It was like I radiated confidence.
If I could talk, I would have told her, You know the answer. Just say it. Unfortunately, rocks aren't great motivational speakers.
One morning, Alisa stared at some papers on her desk.
"Good morning. Today Willa and I are going to..."
She stopped and tried again.

"Good morning. Today Willa and I..."
She groaned and grabbed me.
"I can't do this."
Today she and her friend Willa had to present a book report in E.L.A. . One thing I had learned about Alisa was that she hated public speaking.
When she arrived at school, she hurried toward the place where Willa waited every morning.
Willa wasn't there.
Alisa immediately began panicking.
She rushed to her locker and shoved her books inside. Her report papers spilled from her backpack.
"No, no, no..."
She picked them up and spent the morning repeating parts of her presentation under her breath.
Finally, only P.E. remained before E.L.A.
Before class, Alisa removed me from her neck and placed me with her stuff like she always did for P.E so I stayed safe.
When class ended, she looked at the clock.
"Oh no!"
She grabbed me and ran to E.L.A.
"Alisa," her teacher said as she entered. "You made it. It's time for your presentation."
Alisa dropped me at her desk, grabbed her papers, and walked toward the front. Then her hand touched her neck.
Nothing.
She looked back at me.
"I forgot something. Can I get it?"
"You have everything you need," her teacher replied.
Alisa froze.
Thirty students were looking at her.
Her hands began shaking.
"Good morning," she whispered.
Nobody heard. She swallowed.
"Good morning," she tried again, louder. "Today I'm presenting our book report."
Her voice shook at first. She forgot a sentence and had to check her paper.
Then she looked toward me again.
But I couldn't help her.
Alisa took a deep breath and continued.
Slowly, her voice became steadier. She stopped staring at her paper and started looking at the class.
Then something surprising happened.
She smiled.
When she finished, the class applauded.
Alisa walked back to her desk with the biggest smile I had ever seen.
A week later, her teacher returned the grades. 97.
Alisa stared at the number and smiled. Usually, she would grab me and call me her lucky rock. This time, she didn't.
Later that day, as she walked home with Willa, my string caught on her backpack. Snap!!
I fell onto the sidewalk. Alisa kept walking.
At first, I wished I could call after her. Then I remembered the girl who had just stood in front of an entire class without me. Maybe she didn't need a lucky rock anymore. I watched her disappear down the sidewalk, laughing with Willa. For years, I had thought my life was meaningless. I had sat at the bottom of the ocean doing nothing.
But maybe my purpose wasn't to stay with Alisa forever.
Maybe it was to help her until she realized she didn't need luck.
She just needed to believe in herself.
I settled against the sidewalk and waited.
After all, I was pretty good at that.

My 2026 FIFA World Cup experience

Aadit Dhar Tarafder

This World Cup was one of the most fun months of my life. I watched every single match and experienced so many exciting and unforgettable moments. A few weeks before it started, we tried to get tickets, but most were too expensive. Eventually, we got two tickets to Croatia vs. Ghana from a friend who was reselling them. We also started collecting World Cup items, including stickers and the Trionda, the official 2026 ball. After all the waiting, the World Cup finally began on June 11.

The day arrived and I got picked up early from school to watch the opening match. Mexico beat South Africa 2-0 after South Africa received 2 red cards and Mexico received 1. I later watched South Korea vs. Czechia, although I fell asleep at halftime because it was so late. The next day, Canada drew Bosnia and Herzegovina 1-1, while the USA beat Paraguay 4-1. With every match, the excitement kept growing.



As the days passed and I kept enjoying the games we started getting close to the match I was going to go to. June 27th was the day of the match. Only my dad and I could go to this match as we were unable to get tickets for all 4 of us. The day before the match we headed to the hotel because the match was in Philly.

The day of the match finally arrived. We were sharing the hotel room with 2 of our friends who were going to the match with us. When we got there, we pretty much had a premium parking spot for the stadium. It was like a 5-minute walk to the gate. Once we got to the gate it was a few minutes until the gates opened, and we were one of the first people to get in the stadium. My dad and I had seats in the 1st section of the stadium, but our friends were in the 2nd one, so we took pictures there and then got ready for the match to start.

The match started. Both fanbases were fantastic with music and chants and everything to support their countries. Croatia scored a fantastic goal early on from out of the box. The rest of the game was scoreless until the 73rd minute where Ghana equalized. Sadly, the hope only lasted a few minutes until Croatia scored another goal to seal it. I was supporting Ghana, so I was a bit mad. As we left the stadium, I was so happy because of how great the match was and that I got to even go to a match even with the high-ticket prices.

Two days later was my birthday, and it was one of my favorite days of the tournament. Brazil beat Japan with a late Martinelli goal, Paraguay upset Germany on penalties, and Morocco beat the Netherlands after a dramatic late goal and shootout. With it being my birthday and every match being so close, it was an amazing day.

July 6th was the worst day ever. Portugal was eliminated by Spain. Ronaldo's World Cup dream was over. His team really let him down. As soon as the whistle blew, I was devastated.

A few days later, on the first day without a match, we decided to buy tickets to France vs. Morocco in Boston. I couldn't believe it—we were going to a World Cup quarterfinal, and this time my entire family could come. France had stars like Mbappé, Dembélé, and Olise, while Morocco had players such as Hakimi, Saibari, and Brahim Díaz. Morocco also wanted revenge after France eliminated them in the 2022 semifinal.

The next day we started driving to Boston. When we got there, we saw loads of people walking to the stadium. Once we got to the stadium, we got food and watched the warmups. My favorite part was seeing Mbappé and Hakimi hug because they're best friends. The match started a bit later and it was great… Besides seeing Mbappé miss a penalty though. In the 2nd half Mbappé made up for the penalty miss by scoring a banger from outside of the box. Dembélé followed up quickly with another goal and France were through. This match was way better in my opinion.

On June 11th my friends came over for a watch party for the two quarterfinal games that day: England vs Norway and Argentina vs Switzerland. This was my birthday celebration. The day was incredibly fun. They came over in the afternoon and we went to a soccer field to play and then watched the England vs Norway game. That game was so good. Norway scored an incredible goal to start it off, but England struck back quickly. The game was pushed to extra time and Bellingham scored the winner. After that we went out again and then watched the Argentina game.



Finally, the World Cup final arrived: Spain vs. Argentina. After watching 103 matches before it, this was the last one. I was hoping Spain would win, although I didn't really support either team. The match was mostly controlled by Spain, while Argentina struggled to create chances. After a scoreless 90 min Ferran Torres scored in the 106th minute to put Spain ahead. Messi and Argentina couldn't find an equalizer, and Spain became World Champions.

This World Cup was truly amazing. I watched every match, watched with friends and family, experienced incredible highs and disappointing lows, and got to attend two games in person. I look forward to the World Cup every four years, but it always seems to disappear in the blink of an eye.



New Memories

Saptanshu Chakroborty



In my opinion all people have rings around them. These rings represent how close people are to you. The rings can include many types of people like family, friends or even total strangers that you haven't even met. The closer the ring is to you, the closer the person is to your heart. Not only that but that person can also cause you a lot of grief when they are gone. For most people the closest ring is usually your parents or other family members. Now imagine one of those people gone for 6 months to a year and then only being able to see them for 2 weeks. You lose some memories during that time but you also make some new ones. Today I want to highlight those new memories and take you on a trip into those precious memories that we made.

He came back to the USA! After all this time he finally came back! I was practically jumping on my seat because of the excitement in my body. The last time I saw my dad in person was a year ago when we went to India to visit our family. The reason he can't come anytime is because of something called VISA. Apparently he needs to have a working VISA if he wants to work here. So these occasions where we meet are really rare. I finally see him, waiting at the airport terminal. It's like he became a whole new person. It was all surreal. There were so many emotions, memories and thoughts flooding my head yet I still couldn't say or express anything. It was like I was in "happy shock" at the moment. We quickly picked him up and drove him back to our house. We spent the first day just resting and getting ourselves ready for the two weeks ahead.

The day has arrived! We are going to the Stores adventure park. I really wanted to go with my parents since the moment I knew my dad was coming back. It turned out to be as great of an experience as I hoped for the whole family. I could see my parents bonding over the whole experience and sharing an excitement I haven't seen in a long time. The park was definitely challenging but that made it all the better as my parents loved to go through challenges. All the ziplining, climbing and jumping created a memory that I would never forget. After staying at the park for a few hours we drove to the nearest ice cream shop where we talked and laughed before continuing on our way home. We ate dinner while watching a movie and went to sleep from exhaustion.

The next day we woke up a bit early to go to New Hampshire. We packed up our stuff and headed out on our journey. I fell asleep early in the car ride as I was exhausted from waking up early in the morning. After sleeping for a few hours I woke up to the realization that we had arrived at our hotel. We checked in and put our belongings inside our room. After getting settled we headed out to our next destination which was Echo Lake. You could hear the water lapping against the lake beach. From there we watched the sunset before going out to eat in a sports restaurant where we watched the Argentina vs Cape Verde game on the TV.

After having a great sleep we arrived at a trail called Plume Gorge. It was extremely fun and calming as we sat there looking into the waterfall which led to the gorge. We also tried some trails through the gorge that also had texts explaining the history of the landmark. After the calming afternoon we decided to have dinner at a fancy restaurant. The food was good as we talked, ate and laughed throughout the whole time. The next two days passed by like a dream as we drove through Kancamagus highway, walking through the basin and eating ice cream at local shops.

The next day was our last day of staying in New Hampshire. We packed up our stuff from the hotel and got in the car to leave. As we sat in the car, ready to go home there was a ticking timer in my head counting the days, hours and minutes left till my dads departure. The last four days went by in a blur. There was just so much going on inside everybody's head. We all dreaded the time where he had to leave but sooner or later the time did come and as I watched my dad enter through the airport gates, I understood that within these last two weeks I had so much fun. Yes, it was all coming to an end now but those few weeks we made memories that would last us our whole lives.

A Treacherous Trail Only Needs Courage

Maharvin Sarkar

I like the outdoors, but it gets to a point. I mean, being lost for like 2 hours with no one except your friend, and your Apple watch is dead, and…and… yikes. Doesn't exactly sound like paradise.

But that's exactly what happened when me and my friend went hiking at Bluff Point. With bags of Burger King in our backpacks and no idea about what was about to come, we started our hike.

"The map says it's 5 kilometers," I told him. "What's that in American?"

He checked his watch. "3.11 miles. Light work," he replied. I nodded and kept walking.

We were hiking with both our moms, which may or may not have been a perfect "mom and boys` day out". We walked at a reasonable pace, completing our first mile in half an hour due to frequent lakeside view stops.

We kept together for a while. My friend and I tossed a mini basketball between us, as the others talked. But, as it turned out, we didn't realize just how fast we were going compared to the others.

At the two-mile mark, my watch dinged, signaling our next milestone. My friend and I turned around, expecting to see the others, only to see just the trail we had followed and the nature surrounding it.

"Um, were we supposed to keep going without them, or…are we doomed?" I asked him.

"Bro, don't worry, they'll catch up. Give them a minute," he said.

We waited. And waited. Where were they? I tried calling my mom on my watch, and my friend the same for his. But we had no internet or cellular data. They couldn't pick up.

Finally, my watch vibrated, showing a call from my mom. I picked up, hearing her say "Rishi? Where are- "and suddenly, silence. I looked at the screen again. Out of charge.

"Well, that's just great. Now what do we do?" I asked him.

"Keep on walking," he replied.

So, keeping on walking was what we did. We walked for what seemed like centuries. I just wanted to stop, my legs hurt so bad…

As we walked, I noticed a faint rustling sound behind us. I spun around and peered into the bushes from which I heard the sound.

The bush rustled again, this time louder than before. I stepped back slowly, hoping it wasn't a snake.

I waited there for a whole minute, listening as closely as I could. When I didn't hear anything, I turned around to see my friend no longer where he was previously standing.

My heart raced. Where had he gone? Did he go forward? Backward? To the Moon? I took a breath and called his name. Nothing. I sprinted forward, hoping to find him. Not there. Then I raced back. Still not there.

I sank to my knees, gasping for air. I was never going to see him again. And it's all because I decided to walk faster than our parents.

"Rishi? What are you doing? I'm right here!" I looked behind me. There he was, looking at me with a puzzled expression on his face.



"You gave me a heart attack!" I exclaimed. "Come on, let's keep going."

We continued our way through the trail, all the while getting increasingly desperate-that was me, but I don't think my friend had a problem-and hoping we made it out. Finally, his watch dinged, signaling the three-mile mark.

"See, Rishi, we made it! We just have a tenth of a mile to go!" We celebrated. And if things couldn't get even better, My friend's mom managed to call him! We could communicate with our parents now!

"We went all the way back to the start point to see if you were somehow there," she explained. She encouraged us to keep going down the trail and assured us that we'd meet by the end of the trail.

The trail that my friend and I were hiking on was a loop, so when we completed it, we would be back to where the others were. "3.11 miles," he said. I looked forward. The trail continued.

What?

"What do we do, man? Do we keep going?" I asked. With limited hope left and the thought of us getting lost, and stomachs dreaming of burgers with fries, an elderly lady walking along the trail passed us. I stopped her, and asked "Excuse me, but is the end of the trail close?"

"Yep! Just keep going ahead!"

And we did. Reaching the end of the trail and reuniting with our parents with tears in their eyes was a massive success, but our will to not giving up was the best lesson that we could have learned throughout this journey. But there was only one thing left to do, and that was…

"Burger King!"



Homecoming

Arushi Bhattacharjee

Crispy autumn leaves fall off the tree, not wanting to wait,
Colors speckle the beautiful ground of green, at a very fast rate,
Crowds of people head to the pandals, no one daring to be late,
This is the time of year when we come together and celebrate.

Flowers decorate the pandal,
As the drums beat ceremoniously for all,
Standing for all to see, bright and tall,
is the goddess who dominates the season fall

She holds ten weapons with ten arms,
She holds one lion who protects her from harm,
She defeated a devil and restored the earth and its charms
She saved everything, from prairies to farms

An evil buffalo devil wreaked havoc on Earth and heaven,
So, Durga walked up, and her lion walked out of its den,
A mighty battle lasted nine days and nine nights, until the brink of day ten,
And the battle was over by then.



Durga is the goddess we celebrate today,
Durga is the goddess for which we say "Yay!",
Durga is the goddess who kept the devil at bay
Durga is the goddess we celebrate today.

Till Autumn Comes Again

Anushka Bhattacharjee

The drums begin, the shankh shells call
Golden light begins to fall.

With kashful bright and incense sweet
Prayers rain down every street.

Red and white decorate every hall
Joy and laughter give warmth to us all.

Dhak beats hit with sudden force
The rhythms on a wild course.

She comes with strength, she comes with grace.
Returning with a smile adorning her face.

For five bright days, our hearts unite
But homebound steps must take flight.

When she leaves, though tears might flow
The strength remains wherever she goes.

For Ma Durga's blessings always stay
In every heart, every night, every day.

Four seasons: A Haiku

Preesha Pal

Grass growing in sun.
Drip drop rain pouring onto ground.
Bears wake from their caves.

Roses are blooming.
Green leaves appear on branches.
Baby birds hatch from their eggs.

The fall has colors.
Carving pumpkins in the fall.
Red, Green, Yellow leaves.

The leaf is falling.
Snowy days are cold and white.
The days are shorter.

Pujo In My Eyes

Riona Nayak

Kolkata Pujo

Lots of light day and night,
Many forms of god in sight.
Four to Five days together,
We want to stay here forever.
Lots of pandals here and there,
So many people everywhere.
Designing pandals taking
Four months to get done,
It all happens beneath the sun.

US Pujo

Churches and schools, we pray and play,
We gather together for Saturday and Sunday.
Cultural performances with dancing and singing,
While a Pujo bell is ringing.
Halfway across the world Idols come,
The uncles play the Dhaak which means drum.

Similarities

Everyone appreciates all the beautiful art,
The fruit Prashad tastes sweet and tart.
No matter where we pray Kolkata or US,
Our love and prayer for god is no less.
We pray for god's grace forever and after,
We end the day with love and laughter.

Magic Rosogollah

Adhyan Bhattacharya



There was a very wise sage who lived in a hut and had two magic Rosogollah. He got these two from his father who in his death bed said: "These Rosogollahs were given to our ancestors by Goddess Durga as a divine blessing. They are a very sacred part of our family history and caused our family to have great fortune. The one with the purple aura would give you and others what you want if you utter a wish. The other one with the orange aura can turn you and others who utter a wish into a big, flat boulder. I hope you don't give these Rosogollah to anyone. Take care of them and you will be sent to heaven no matter what you do and you will be treated like kings. But if you don't take care of them, even for a little bit, you will be sent to the land of asuras when you die, there your soul will suffer." These were his father's last words before he died.

The sage has been taking care of the Rosogollahs ever since. Say he wanted new flowers for Goddess Durga, he'll say this to the magic Rosogollah with the purple aura, and he will get his wish. Word about these Rosogollah made the villagers jealous and they tried to steal them. Like on one day, two people came to the sages hut. They were hungry for dinner. So the sage went to the magic Rosogollah with the purple aura and asked the Rosogollah to give some food for them. In an instant, huge platters of food were there before their eyes. Rice, Dal, Mutton, and various types of vegetables were all there.

As the three of them ate, the two people were thinking only of one thing: The Rosogollah. They became greedy and stole the Rosogollah with the orange aura. When the sage turned around to wash his mouth they picked up the orange Rosogollah . They assumed that both Rosogollahs could give whatever they wanted.

They ran deep into the dark forests, running all the way. When they were sure no one was there, they uttered their wishes. The first person said he wanted all the wealth in the entire world. The second person said he wanted all the land in the entire world. Then an orange glow circled their bodies, but no land or money appeared before them, they returned the Rosogollah to the sage. Soon after they returned the Rosogollah, the orange glow died out. One of them tried to say something but he couldn't. They tried a second time, still nothing. They tried and tried for 10 days before they realized they were big, flat boulders. They were devastated by this and wanted to turn back into humans so they could live a normal life. But fate had decided their path because they couldn't move or talk. They were there for 12 years before a huge boulder crushed them into a million pieces. Their souls were sent to hell where 100 skeletons were waiting in the blistering heat. When the skeletons saw them, they jumped upon them and attacked them. The skeletons were very strong because in 10 seconds, the two souls were paralyzed. The skeletons handcuffed and gagged them with evil spirits. They then sent them to the ferocious god of hell who was sitting in a throne, jeweled with skulls of the dead.

The god of hell who was evil and cunning was sitting in that throne. The two poor souls were forced to sit in a chair that had thorns and needles from a porcupine. The souls screamed in pain as they sat down in the sharp and prickly chairs. The god of hell said "You two are here because the god of heaven is very upset at what you did." He said that in a low, menacing voice. Then he said in a booming voice that made the hell shake and quake. "You two dared to steal!! You dared to steal from a sage!! The penalty for stealing is DEATH!!"

Then two big tall skeletons went to them and grab them by the arms. They lifted them effortlessly like they were pillows and carried them to a big lava pit. After that, they put the two injured souls down on the rock ground. One of the skeletons said. “What are your last words before you suffer eternal hell?” Both of them said “O woe is me that sinned badly in my life for greed. In a new life, let thy shower me with blessings and forgive me.” Then the skeletons pushed them into the lava pit, never to be seen again. After that, the god of hell said “Their greed deserved punishment.”

The Little Dude

Aadrit Roy

There was a funny little boy who loved Baseball veryyyy much. He goes to Baseball practice every single day. One day he got sick so he had missed Baseball practice for a month and he was very sad 😕 .

After a month he recovered and he went to Baseball practice again. He was very excited as he returned to his practice, but he did not have his good streak.

Like his pitching was tooo short that the batter could not hit the ball. Also, he was not able to run properly and could not catch any balls. When he threw the ball at very strong mode the balls flew over the Umpire’s head. When it was time for him to bat, he got out every time.

After a few months he got his good streak back. One day at practice he was hitting bombers through the net. The next ball he hit went up. Everyone was looking around at where it went. Then a slight tap hit his head, and he looked down, it was the ball!!!!!!! Everyone laughed, even the coaches.
The next day there was game. Their team was ahead by one point. There was a person from the other team on third base and winning was the only thing that could bring the team to the Championship.
The situation was 2outs 2 strikes and three balls for the other team. When the pitcher threw the ball, the batter hit the ball and it went straight to the boy and then he dived and caught it. Yayyyyyyy !!! They got into the Championship.

That was the funniest story of my life in baseball.

Magic in our Minds

Avnita Ghosh

Gloom
Lots of boredom
Exploring and searching
What lies in our imagination?
Colors? Shapes? Words? Feelings?
Finding the immense light in our minds
Realizing that we can do anything
Having ideas by the second
But what is this light??
It’s sort of like....
Magic

A Day in the Life of a Student

Wriddhish Chatterjee

~ The Homework Ghost ~

My homework vanished from my chair,
just poofed into thin air.
I searched every nook and cranny in my desk—
and now my desk's a total mess.
I searched the floor, the shelf, my pack,
but nope—my homework ain't coming back.
So here I sit, confused and stuck…
I guess the worksheet had to duck.

~ The Mystery Meal ~

I stepped in line and grabbed a tray,
To see what lunch was served today.
A lump of green, a side of gray–
I think it tried to crawl away!
My fork went in with a frightening crunch,
I guess that's what they call a lunch.
I traded it in for an apple slice,
And prayed tomorrow's meal was nice!



~ The Mean Teacher ~

I got the meanest teacher in the grade
The grin on my face starts to fade
She passes out pop quizzes with a glare,
And hands out homework that isn't fair!
Her eyes catch every whisper, tap, and cough,
The second you slack, she'll call you off.
No getting up, no talking out loud—
But when she makes a joke, no one laughs, tough crowd!

~ Weekend Freedom ~

We dodged the sneaky homework ghost,
And survived the suspicious school meat roast.
We passed the teacher's hardest test,
And escaped a day that seemed possessed!
So give us all a giant cheer,
We won't be back till Monday's here!
The school day's done, against foes we won,
Now bring on all the weekend fun!

P.S. No worksheets, teachers, or mystery meals were harmed in the making of these limericks

A Star Wars Story

Amitrakshar Chaki.

A long time ago in a galaxy far far away there was a little boy named Adam who was so poor that he wore a shirt with some cloth wrapped around his body. Many years later he joined the resistance and became a comrade of Poe Dameron the great rebel leader.

It started when he was living in Jakku which was a hot desert planet with junk traders everywhere. In the center of a big and wide desert village in Jakku was a big circular building where customers lined up. In the building there was a big guy who is very much of a grouch named Unkar Plutt. He exchanged scrap metal that the traders brought in for food. Luckily the food he gave them was not that bad.



Adam faced many challenges while he was growing up; like first order raids, hot climate, lack of food and money. Nobody in Adam's family was a junk trader. One day he was captured by the First Order. The first order were bad people led by Supreme leader Snoke who tried to end all Jedis. The Jedi were fighting for justice and balance across the galaxy. The First Order also killed innocent civilians who helped the rebellion against the First Order. Adam had an artifact that belonged to Luke Skywalker, the last Jedi. This artifact might tell where Luke was. He was a hostage in The Chamber of Kylo Ren who was a ruthless First Order leader and an apprentice of the Supreme Leader Snoke. While he was in Kylo Ren's clue chamber and strapped in restraints a rebel spy dressed as a Stormtrooper (the elite force of the First Order) freed Adam and tried to ride off in a TIE fighter interstellar vehicle. But it was tied in by a metallic string. Luckily, they broke free and escaped. They crashed on the planet of Illennium which has a lot of trees and water and also had a rebel base.

Well how did he meet Poe? So, after two months since joining the resistance, he met a guy who was wearing a rebel pilot suit and Adam said, "are you…Poe Dameron?" The man replied "yes I am." A surprised Adam said "Hi, I'm Adam." To that Poe said," what is your special skill?" Adam replied, "mine is hacking." That's how he met Poe the great rebel hero. And now on to his adventure…

…Now time to talk about Adam's first big mission: Operation Obliterate. He had to destroy the ultimate superweapon Starkiller Base but in order to do that he had to disable the shield of the base. His heart was racing with thrill. In this mission he went along with other people including the legendary Han Solo and Chewbacca who were friends with Luke the last Jedi. He was part of a strike team. They rode on the Millennium Falcon and he was excited because it is his first big mission. He, Han Solo, Chewbacca and the other strike team members, dressed up as stormtroopers and landed on the Starkiller base. Soon they came across Captain Phasma.

Captain Phasma was the head of the entire Storm trooper army of the First Order. One of the strike team members' mind tricked Phasma to show them the control center. Phasma did show them the location of the control center. Then

it was up to Adam to do his awesome hacking. Adam hacked into the base's mainframe system and disabled the shield. The strike team quickly escaped Starkiller Base while a whole X-Wing class (the rebellion ships) kept blasting the superweapon Starkiller. . Finally, the Starkiller Base exploded.

That's how he destroyed Starkiller Base. This was a hugely important mission because if they never destroyed Starkiller Base and the weapon was fully charged it would destroy the rebel bases across the galaxy. After the whole mayhem they all went back to the base at Ilennium and cheered for Adam because he was the one who hacked into the control center that led to their victory. Adam was a hero to all rebels everywhere just like Poe Damaron.

The Blessing in the Rust

Sneha Dhar

Flicker, went my matchstick as I lit up my Pancha Pradeep, a traditional 5 headed oil lamp, and started my Arati. “Thank you, Maa Durga, thank you so much for rebuilding my old dusty house into this breathtaking mansion! It is magnificent and huge, and it has clocks and gardens and lamps and it's just beautiful!”

It all started when a random driver decided that he had no other time to text but while he was driving, he accidently drove into a big rock and the truck shook so much that it made two Durga Thakur figures fall out, one of them was stunning pure gold, and the other one was just rusty metal.



I was just outside after finishing up watering my small apple tree and picking out some good apples for dinner until I spotted the lovely gold Durga Thakur. I could not wait until I would offer pujo to the golden idol. Maa Durga would be so happy.I raced towards it right away running as fast as possible. Right when I was about to pick it up, another lady who was one of my neighbors thrust me to the cold ground and hollered “THAT’S MINE NOT YOURS!!!” Before I was even able to get up, she disappeared with the golden Durga Thakur figure! All I wanted to do was establish the Durga Thakur in my home and do a puja. I personally was not planning to sell the Durga Thakur, I felt that Durga Thakur was worth more than money.

I felt so contrite about it. I attempted to get to my feet, but my pain was too excruciating. Then I noticed the rusty old metal Durga Thakur figure sitting up right next to me. “Half a loaf is better than none” I thought to myself, so I reluctantly grabbed it. Then I went home with the Durga idol and set up a compact puja area for it and offered a small puja to the Durga Thakur. I was tired and hurt so I went to bed. “ Forgive me mother, this is all I have” I said as I prayed to Durga Thakur.

Before I could sleep, I took a peek outside and witnessed a vast storm gathering. Soon there was a strike of lightning that demolished the mansion next door. I saw my neighbor sprinting out. Then I knew exactly how that had occurred. She (like most would) went right away and sold the golden Durga idol. She bought the mansion and paid no attention to Thakur. So Thakur got furious, and she brought a storm that broke her house.

“I hope she’s okay” I thought to myself. After staring out the window watching the storm for half an hour, I finally bandaged up my wounds and slowly fell asleep. The next morning, I found myself in this beautiful mansion, then I knew that I made Thakur happy, so she brought me here.

Afterall, I should maybe share my lovely blessing. Everyone deserves it.

আঁধারের ছায়ামূর্তি

শিল্পিতা সরকার

শর্মিলার জন্ম কলকাতার ২৪ পরগনার বেহালা-তে হয় ১ ৯ ৮ ২ সালে। দুই বোন আর কর্মব্যস্ত মা–বাবার মাঝে তার বেড়ে ওঠা। বাবার চাকরি ছিল বদলিভিত্তিক—তাই গরমের ছুটিতে প্রায়ই বাবার নতুন কর্মস্থলে আগেভাগে পৌঁছে যেত শর্মিলা। সেইবার গ্রীষ্মের ছুটিতে সুযোগ হয়েছিল সান্তালডিহ ঘুরে দেখার। সান্তালডিহ পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরের একটি ছোট শহর। সান্তালডিহ আশ্চর্য রকমভাবে আশেপাশে পাহাড়-পর্বত দিয়ে ঘেরা। দূরে দেখা যায় অযোধ্যা পাহাড়—যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু পুরোনো আদিবাসী কাহিনি। কথিত আছে, পাহাড়ের ওপাশের গ্রামগুলোতে প্রতিটি ঘরেই সাপ পোষা হত।

শর্মিলার বাবার কাছে যাওয়ার কয়েক দিন পর তার মা আর দিদিও পৌঁছে যায়—সবাই মিলে ছুটি কাটানোর জন্য। বাবার সহকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সাথে মিলে বাংলোটি তখন ছোটখাটো উৎসবমুখর। বাংলোর পিছনের বিশাল বাগানে সারাক্ষণ লাফালাফি করত হনুমানদের দল। প্রথম দু'একদিন আনন্দে কেটে গেল।
তৃতীয় রাতের ঘটনাই সব পাল্টে দিল।

সেদিন বাবার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ ছিল। সবার খাওয়া–দাওয়া শেষ করে যেতে যেতে প্রায় রাত ১১টা বাজল। রাস্তা–ঘাট নিঝুম। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শর্মিলারা সবাই গল্প করতে করতে ঘুমাতে গেল—রাত তখন ১২টা।
হঠাৎ শুনতে পেল দরজায় ঠকঠক করে একটু আওয়াজ। বাবা লুকিং গ্লাস দিয়ে দেখলেন, বাইরে কেউ নেই। বাতাস ভেবে তিনি আলো নিভিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শর্মিলা আর তার দিদির হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল এক অদ্ভুত আওয়াজে—মনে হলো কেউ যেন ছাদের উপর দিয়ে হাঁটছে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল দুজনেরই। শর্মিলা ভাবলো হয়তো কোনো গাছ হাওয়ায় নড়ছে। দু'জনে আবার চোখ বন্ধ করে ঘুমোনোর চেষ্টা করলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার কারোর দৌড়ে চলে যাওয়ার মতন শব্দ পেল। দুই বোন সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালিয়ে চারদিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে দেখলো—কেউ কোথাও নেই।

ভয়ে বিস্ময়ে ধরফর করে বিছানা থেকে উঠে দু'জনে দরজার দিকে দৌড়ে গেল মা–বাবাকে ডাকবে বলে। দরজা খুলে বেরিয়ে দেখে মা আর বাবা দু'জনেই ক্ষীণ আলোয় কোনো একদিকে ভয়–অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। শর্মিলারা তাকিয়ে দেখল—চাঁদের ক্ষীণ আলোয় চারটি ছায়ামূর্তি এদিক–ওদিক ভাসছে।

ভয়ে চারজনেরই চোখের পাতা পড়লো না এবং মুখ থেকে একটি শব্দও বের হলো না। গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সবাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে ছিল শর্মিলার মনে নেই, কিন্তু কোনো একসময় তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল।
সকালে ঘুম ভাঙতেই, শর্মিলার মা বললেন, "এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।" তৎক্ষণাৎ ফেরার ব্যবস্থা করা হলো।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ির কেয়ারটেকার আসতে তাকে শর্মিলার বাবা পুরো ঘটনা বললেন। সে অনেক ভেবে বলল যে ২০ বছর আগে যখন সে প্রথম সেখানে আসে, তখন এক পরিবার থাকতো ওই বাড়িতে—মা–বাবা আর তাঁদের দুই সন্তান। একদিন অযোধ্যা পাহাড় থেকে এক আদিবাসী মহিলা কাজের খোঁজে আসে, সঙ্গে তার পোষা সাপও। কোনো কারণে তিনি সেই সাপটিকে বাড়ির বাইরে ফেলে যান, এবং পরের দিন রহস্যজনকভাবে ওই পরিবারের চারজনকেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার পর থেকে ওই বাড়িতে শর্মিলাদের আগে কেউ এসে থাকেনি। কথা শুনে শর্মিলার বাবা নির্বাক হয়ে যান।
শর্মিলারা সেদিনই কলকাতার বাড়িতে ফিরে গেল। তার বাবা অফিসে বাংলো বদলের জন্য আবেদন জানালেন। আজ সব শান্ত, সব স্বাভাবিক, কিন্তু সেই রাতের গল্প শর্মিলা এখনও বললে তার গায়ে শিহরণ জেগে ওঠে।

Protective Rage

Divija Adhikary

There is a version of me I only meet when it comes to you.
It's not gentle.
It's not reasonable.
It's not fully human.
At least, I don't think so.
The moment I hear someone hurt you,
My vision snaps
sharp, white, merciless
and everything inside me turns
into something primal.
Not anger. Not fury.
It's something older.
Something that has no name
because language was invented to tame animals,
and this thing inside me isn't one to be tamed.
The world disappears.
My breath changes.
My body moves forward before my mind catches up.
All I see is the one
who made you cry.
All I hear is your voice cracking.
All I know is that someone dared to touch you
with carelessness instead of reverence
and woke up a creature in me
that doesn't negotiate or reason.
I'm a step away
from doing something
I won't be able to come back from.
Something violent. Something final.
And then
You appear. Right there.
Right in front of me.
Not yelling.
Not panicking.
Just saying my name,
soft and steady.
As if you're trying to call me back into the body I left.
And suddenly
I can feel my hands shake again.
I can feel how close I was
to becoming something
You shouldn't have to witness.
I see your eyes—
not scared of me,
but afraid for me.
And that…
That undoes me completely.
Because the truth is,
I'm not afraid of the rage.
I'm afraid of you seeing me as someone you need to protect
from the destruction rising in my own chest.
I'm afraid of the moment your voice breaks
not from your pain,
but from mine.
I'm afraid you'll look at me and realize,
I would ruin myself for you,
because you'd always be right.
My voice falters. My knees go weak.
And all the fire collapses into
something painfully human in me.
All I can think is,
please don't step closer to me,
but please don't step away,
please don't see me like this,
but please don't stop saying my name.
Because the rage was for you.
But this?
This breaking, this shaking, this quiet unraveling
that's for you too.
You are the only person who could turn me
from a storm
into someone fragile in a single heartbeat.
God,
that terrifies me
more than any anger ever could.

Eyes of the Mother

Shilpa Gupta

Ma, your eyes say it all —
I stand in the queue with folded hands,
small among thousands, yet I recall,
you find me even in these crowded lands.
That is the ache of your grace,
that you look at all of us,
as if each one, in every place,
were the child you cherish and trust.

I used to think power and gentleness
were two different women, two apart.
Now I know they live in the same finesse —
one body, one unshaken heart.
The one that carries a child for nine months
and the one that mounts a tiger without flinching,
the hands that bless
and the hands that end, without wincing.

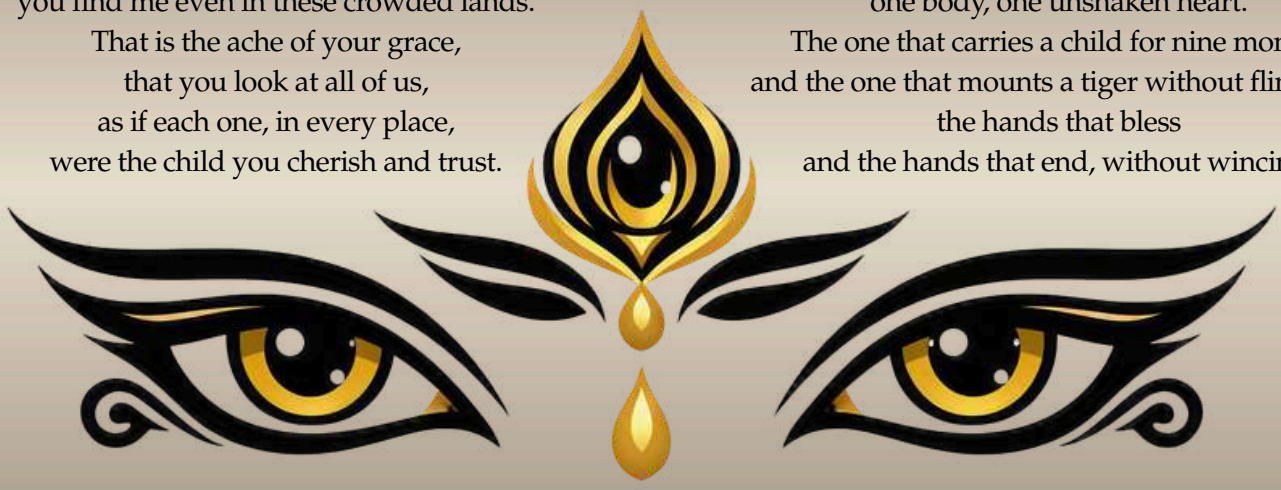

I want to stay in that softness forever,
in the safety of your gaze,
in the warmth that leaves me never,
like the last light of golden days.

But then I look closer,
and my breath does catch —
these are the same eyes
that slay the demon,
that do not look away
to face the evil,
that carry both the calm of quiet skies
and the fury of a battle.
How does one face hold together
a mother's tenderness and a warrior's fire,
gentle as the softest feather,
fierce enough to never tire?

World forgets,
and calls you only Gauri,
soft, golden, adorned in silk — but forgets
that you are Kaali too,
wild-haired, unafraid,
standing over what refused to bow,
a debt that darkness always paid.
Some nights I lie awake,
just trying to hold
both of you within, for both our sake,
without trembling, without growing cold.

Maybe that is what moves me most —
not the demons you slay,
but how quiet your strength is, like a hidden host,
kept under bangles and vermillion's display.
Waiting, patient, unshaken,
until the moment it is needed —
a fire that stays awaken,
never rushed, never conceded.
So if you are the one
who thought softness meant surrender —
look again, beneath the sun,
somewhere behind kind eyes, a fire so tender.

And Ma —
if I ever have to become
even a fraction of what you are,
let me not fear that fire, ever.
Let me remember
it was never meant to destroy me,
it was only ever meant
to make me whole and free.

একটা Pepsi, একটা Telephone
আর এক পৃথিবী স্মৃতি

সঞ্চারী সেনগুপ্ত

সম্প্রতি আমার ছোটবেলার সবথেকে কাছের বন্ধুটি আমায় একটা ৯০'s nostalgia-র ভিডিও পাঠালো। তারপর থেকেই মাঝে মাঝে ওই reel-গুলো দেখি। আর ভাবি, এই emotions-গুলো বোধহয় আমরা ছাড়া আর কেউ ঠিক সেভাবে বুঝবেই না।

Pencil-এর দু'ধার sharp করে usage maximize করা, red-blue pencil দিয়ে খাতায় margin টানা, প্রথম Chinese pen হাতে পাওয়ার excitement, কিংবা নতুন class শুরু হওয়ার আগে নতুন বই-খাতায় মলাট দেওয়া আর label লাগানো! এই ছোট ছোট কাজগুলোর মধ্যেই কী যে আনন্দ ছিল!

নতুন বই-খাতাগুলো নিয়ে বসে থাকা, পাতাগুলোর সেই নতুন গন্ধ, সেই আনন্দটা একেবারে আলাদা।
আমি যখন Class 4-এ পড়ি, তখন আমাদের বাড়িতে প্রথম telephone আসে। লাল-সাদা রঙের সেই telephone! বাড়িতে phone এসেছে, সেটাই যেন তখন বিশাল একটা ব্যাপার।

Phone-এর ring বাজলেই আমরা যে যেখানে থাকতাম, ছুটে যেতাম phone-এর ঘরে। কে আগে phoneটা receive করবে, তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা!

তার আগে আমাদের পাড়ায় হাতে গোনা দু-একটা বাড়িতেই telephone ছিল। আমাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একজনের বাড়িতে phone ছিল। কোনও জরুরি কারণে আমাদের জন্য phone এলে সেই বাড়ি থেকে লোক এসে ডাক দিত "তোমাদের phone এসেছে!" তারপর আমরা ছুটতাম সেই বাড়িতে phone ধরতে।

আমি আর আমার বন্ধুটি যখন স্কুল থেকে ফিরতাম, আলু কাবলি, আচার এসব খেয়ে শেষমেশ একটা Pepsi কেনার মতো মাত্র ১ টাকাই পড়ে থাকত। একটা Pepsi কিনে দুজনে মিলে দুই end দিয়ে চুষে খেতাম। তাতেই যেন পুরো পৃথিবীটা পাওয়া হয়ে যেত।

যখন Center Fresh বেরিয়েছিল - আহা! যেন Archimedes-এর Eureka moment! কামড় দেওয়া মাত্র bubble gum-এর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত সেই ঠান্ডা, মিষ্টি, লোভনীয় তরল! কী আশ্চর্য আবিষ্কার মনে হতো তখন!

বিকেল ৪:৩০ বাজতে না বাজতেই শুরু হয়ে যেত আরেক দফা excitement. খেলতে বেরোতে হবে! কোনও WhatsApp ছিল না, কোনও phone call ছিল না, কাউকে text করে জিজ্ঞেস করারও দরকার ছিল না। সোজা এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি ছুটে গিয়ে বন্ধুকে ডাক ...
"এইইই... বেরোবি?"

তারপর একজন, দুজন, তিনজন করে পুরো দল জড়ো হয়ে যেত। কখনও cricket, কখনও লুকোচুরি, কখনও cycle নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো, সন্ধে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বাড়ি ফেরার কোনও তাড়া নেই।

আর সেই সময়েই ছিল আমাদের ছোট ছোট দুষ্টুমি, ছোট ছোট গোপন excitement।
Sweet cigarette বলে একটা জিনিস পাওয়া যেত আমাদের স্কুলের উল্টোদিকে Saha Variety Stores-এ। সেই cigarette মুখে নিয়ে কতই না কায়দা করেছি! আবার মা দেখে ফেলবে সেই ভয় ও ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়েছি।



তারপর ছিল postcard জমানোর নেশা। Sourav Ganguly, Shahrukh Khan, Hrithik Roshan - যার postcard পাওয়া যেত, যত্ন করে জমিয়ে রাখতাম। একবার তো সেই school bag check করতে গিয়ে teacher-এর হাতে ধরা পড়ে গেল আমার collection!

কী কাণ্ড! Guardian call!

মা এসে আমাকে প্রায় মারতে মারতে বাড়ি নিয়ে গেল। "যতসব অপসংস্কৃতি!"—Hindi cinema দেখা, গান দেখা সব নিষিদ্ধ! কিন্তু ৯০'s-এর বাচ্চাদের কি আর এত সহজে আটকানো যায়? Second Sunday-তে মা-বাবা যখন দাদাকে visit করতে নরেন্দ্রপুর যেত, দুপুরবেলা cable TV-তে যে কত সিনেমা দেখেছি, তার হিসেব নেই! আর বাড়িতে দিদুকে ঘুষ দিয়ে রাখতাম—"মা-বাবা ফিরে এলে কিন্তু কিছু বলবে না!"

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভাবলে অবাক লাগে তখন এত অল্পতেই কত আনন্দ ছিল!

আর তারপর ছিল পুজো। কালই মা phone-এ বলছিল, "পুজোর বাজার করা উঠে গেছে।"

সত্যিই তো! ছোটবেলায় পুজোর নতুন জামাকাপড় পাওয়াটাই ছিল বছরের অন্যতম বড় excitement। নতুন জামা পাওয়ার পর সেগুলো নিয়ে বসে বসে ঠিক করতাম কোন দিন কোনটা পরব। একটা একটা করে সব জামা গুছিয়ে রাখতাম, এমনকি কোন জামাটা কোনদিন পরব, সেটাও লিখে রাখতাম!

আর পুজো আসতে তখনও কত দেরি! কিন্তু নতুন জামাগুলো কি আর আলমারিতে চুপচাপ পড়ে থাকতে পারে? পুজো আসার আগেই কম করে দশবার করে সব জামা পরে দেখে নিতাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতাম কেমন লাগছে, তারপর আবার যত্ন করে তুলে রাখতাম, যেন কিছুই হয়নি!

আজ ভাবি, আনন্দের জন্য তখন আমাদের কত অল্পই তো লাগত!

একটা Pepsi, একটা Center Fresh, নতুন বইয়ের গন্ধ, বিকেল ৪:৩০-এ বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে বেরোনো, একটা telephone-এর ring, লুকিয়ে cable TV-তে সিনেমা দেখা, প্রিয় নায়কের postcard —আর পুজোর আগে নতুন জামা পাওয়া।

Technology কম ছিল, options কম ছিল, কিন্তু excitement-এর কোনও কমতি ছিল না।

আমাদের ছোটবেলার পৃথিবীটা হয়তো খুব ছোট ছিল। কিন্তু সেই ছোট্ট পৃথিবীটার মধ্যেই কী বিশাল আনন্দ লুকিয়ে ছিল! কী সরল, কী সুন্দর ছিল সেই ছোটবেলাটা! আর সেই পুজোর নতুন জামার আনন্দটা - সেটা বোধহয় আজও কোথাও আমাদের ভেতরে রয়ে গেছে।

কখন ঘরে আসবে টেলিফোন

মৈনাক চৌধুরী

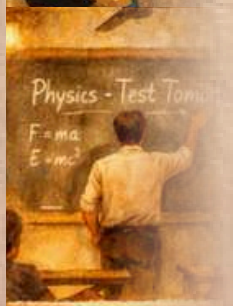



না ,মহীনের ঘোড়াগুলির "টেলিফোন" তখনো শুনিনি। যদিও গানটার জন্ম সাতের দশকে। বাংলা ব্যান্ড-এর নবজাগরণ তখন ভ্রূণাবস্থায়। আধুনিক গান বলতে লোকে বোঝে সুমন,অঞ্জন , নচিকেতার জীবনমুখী। বেলা বোস, নীলাঞ্জনারা কৈশোরের সবুজ মনে সবে উঁকি ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। আমার মত বাংলা মিডিয়াম বয়েজ স্কুল-এ পড়া চালচুলোহীন "নট-সো-স্মার্ট" ছেলেপুলেদের "প্রথম প্রেম" খুঁজতে তখন ভরসা ছিল পাড়ার রমরমিয়ে চলা কোচিং-সেন্টার গুলো। কোচিং স্যার "কুছ কুছ হোতা হায়" -এর "অশনি-সংকেত" পেলেই ব্যাচ বদলে দিত আর তারপর প্রিয়তমার দেখা পেতে গেলে সাইকেল নিয়ে গার্লস স্কুলের সামনে গিয়ে ধর্না দেয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকতো না। প্রেমের প্রথম ধাপ বন্ধুত্ব তাই "ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট" পাঠাতেই হতো তবে তা পাঠানোর জন্য কোনো ফেসবুক বাটন ছিল না। সেটা করতে হতো রীতিমতো প্ল্যানিং ও স্ট্রাটেজি কষে এবং অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। কাঠখড় পোড়াতে গিয়ে কখনও নিজের কপাল পোড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকত। আর সেইসব সম্ভাবনা কাটিয়ে যদি শিকে ছিড়তো, তখন শুরু হত লোকচক্ষু এড়িয়ে প্রেমালাপ আর প্রেম-পত্রের আদানপ্রদান।

আর্লি আর মিড নাইন্টিজ এর সেই দিনগুলোতে টেলিফোন ছিল মুষ্টিমেয় কিছু ঘরে , প্রধানত উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতে অথবা যাদের পরিবারের কেউ টেলিফোন ভবন-এ চাকরি করত। অসময় কোনো ইমার্জেন্সি তে কোথাও ফোন করতে হলে, ওই পরিবারগুলিই ছিল ভরসা। তাই ওদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতেই হত।

অবশ্য সেই এলিটিসিজম বেশিদিন টেকেনি। ১৯৯৪ সালের জাতীয় টেলিকম নীতির ফলে ৯৫-৯৬ সাল থেকেই ল্যান্ডলাইন সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘরে ঢুকতে শুরু করে। ল্যান্ডলাইন নেওয়ার আবেদন পদ্ধতিও অনেক সরল ও সুলভ হয়। ফলত মামা,মাসি,কাকা,পিসি সবাই ধীরে ধীরে নাগালের মধ্যে আসতে শুরু করে। মনে আছে আমাদের বাড়িতে যেদিন প্রথম বিএসএনএল-এর ল্যান্ডলাইন এল,সময়টা খুব সম্ভবত ৯৭-এর আগস্ট মাস। ক্লাস টেন-এ পড়ি তখন। জলপাই রঙের সেট-টাতে কালো রঙের বাটন গুলো দেখে মনে হয়েছিল এবার আমাদের স্টেটাস বেড়ে গেলো। আর আমাদের এর ওর বাড়ি বা দূরের কোন টেলিফোন বুথ এ গিয়ে ফোন করতে হবে না।

স্টেটাস এর সাথে সাথে বাবার স্ট্রেস ও বেড়ে গেল। কারণে কাউকে ফোন করা এক ব্যাপার , কিন্তু তার সাথে অনেক অকারণ-ও যোগ হলো। যেমন আনন্দমেলার পূজাবার্ষিকী সাইজ-এর টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে কোন এক রান্ডম নম্বর-এ প্র্যাঙ্ক কল করা। অথবা চেনা অথচ অপছন্দের কারোর সাথে অচেনা গলায় কথা বলে তার বাপ্-বাপান্ত করা।

নতুন টেলিফোন আসা সব ঘরে তখন ছেলে-ছোকরারা লাইভ "হ্যাপি টু ডিসটার্ব" করত।মনে আছে আমাদের এক পেছনপাকা বন্ধু স্বরূপ সেই সময় আনন্দবাজার এর "পাত্র-পাত্রী" বিভাগের কোনো এক "পাত্র চাই" নম্বর এ ফোন করে ভারী গলায় পাত্রের বাবার প্রক্সি দিয়েছিল। পাত্রের বাবার রোল-প্লে টা এতটাই নিখুঁত ছিল যে পাত্রীর বাবা নির্দ্বিধায় ওর সাথে নিজের মেয়ের কথা বলিয়ে দিয়েছিল। পাত্রী অবশ্য তার বাবার মত অত সহজে বোকা বনেনি। হবু শ্বশুর বৌমার পোশাক আশাক নিয়ে একটু অন্য সুরে কথা বলতেই স্বরূপ-এর কুরূপ উন্মোচিত হয় আর ফোন টা অকস্মাৎ কেটে যায়।

স্বরূপ এর মত অতটা দুঃসাহসী না হলেও আমিও বেশ কিছু প্র্যাঙ্ক কল করেছি তবে সেগুলোর বেশিরভাগ-ই ছিল সাইলেন্ট। একটু ভেঙ্গে বলা যাক। ধরা যাক কারোর ওপর আমার ক্রাশ তৈরী হল যার সাথে নিয়মিত কথা বলার সুযোগ নেই। বা এমন কাউকে পছন্দ হল যার সুমধুর কণ্ঠস্বর শোনার অবকাশ হয়নি শুধু তাকে চোখে দেখেছি। পরবর্তী ধাপ ছিল কোনোভাবে তার ল্যান্ডলাইন নম্বর জোগাড় করা। কলার-আইডি ডিভাইস তখন অতটা প্রচলিত হয়নি তাই বেনামে ফোন করে ধরা পড়ার ভয় ছিল না। সাত ডিজিটের নাম্বার পেয়ে গেলেই শুরু হত ডায়াল করার "ট্রায়াল এন্ড এরর"। মানে প্রথমে হয়ত মেয়েটির দাদু বা ঠাকুমা ফোন ধরবে, তারপর মা বা বাবা এইভাবে লুপ-এ ঘুরতে হত যতক্ষন না মেয়েটি ফোন তুলে "হ্যালো" বলবে। সেই অবলা কিশোরী হয়ত বুঝতেই পারত না তার "হ্যালো" বলার সাথে সাথে তার কোকিলকণ্ঠ শুনে অন্য প্রান্তের ছেলেটির মনে হাজার ওয়াট-এর হ্যালোজেন জ্বলে গেছে। অপরপ্রান্তের নির্বাক ভৌতিক "লিসেনার" কে কয়েক সেকেন্ড ঝ্যালার পর কেউ হয়ত ভদ্রভাবে রিসিভার টা রেখে দিত , কেউ আবার একটু মুখের সুখ করে লাইন টা কাটত। অনেক সময় মেয়ে আর মায়ের গলা এতটাই একরকম হত যে মা ফোন ধরলেও প্রেয়সী ভেবে নির্নিমেষ কর্ণে ফোনটা ধরে রাখতাম। একটু অভিজ্ঞতার সাথে সাথে অবশ্য সেই সূক্ষ পার্থক্য কর্ণগোচর হত।

অকারণ ফোন-কল-এ অবশ্য শুধুমাত্র আমরা ভাই-বোনেরা নয়, মায়েরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তবে একটু অন্যভাবে। মধ্যাহ্নভোজ মিটিয়ে ডিডি বাংলায় "জননী" দেখে, মা-এর দ্বিপ্রাহরিক গল্প শুরু হত তার জননী আর সহোদরীদের সাথে। মায়ের কাছে অবশ্য সেটা "গল্প করা" ছিলনা, ছিল "খোঁজ নেয়া"। এইসব কারণ-অকারণ-রসায়ন মেটার পর মাসের শেষে যখন টেলিফোন বিলটা আসত তখন বাবার কাছে ফোনের আওয়াজ "ক্রিং ক্রিং ক্রিং মধুর ধ্বনি " নয় ,শনির অভিশাপ মনে হত।

ধমক-ধামক এ কাজ হচ্ছে না দেখে বাবা কস্ট-কাটিং এর নতুন ট্যাক্টিক্স চালু করল। সেইসময় আমরা মাসে দুবার পাড়ার "আমন্ত্রণ" রেস্টুরেন্ট এ চাইনিজ আর এগ-তড়কা,রুমালি রুটি খেতে যেতাম। বাবা নিয়ম করে দিল যে মাসে টেলিফোন-বিল তিনশ-র বেশি আসবে ,সেই মাসে বাইরে খাওয়া হবে না। জিভে টান পড়তে অবশ্য ফল হয়েছিল। আমাদের অদ্ভুতুড়ে কল করা অনেক কমে গিয়েছিল আর মার দ্বিপ্রাহরিক কলগুলো টেলিফিল্ম থেকে শর্টফিল্ম হয়ে গেছিলো।

সবকিছুরই একটা কুফল থাকে। টেলিফোনেরও ছিল। না কুফল বলতে আমি প্র্যাঙ্ক-কল বা টেলিফোন-এ প্রেমালাপ এর কথা বলছি না। ওগুলো তো দারুন মজাদার অভিজ্ঞতা ছিল। যেটা মজাদার ছিলনা সেটা হল বাড়ি থেকে কোচিং ক্লাস-এ যাওয়ার নাম করে অন্য কোথাও যাওয়া আর সেইদিনই কাকতালীয়ভাবে বাবার সেই শিক্ষককে ফোন করে জানতে চাওয়া ছেলের পড়াশোনা কেমন হচ্ছে। ব্যাস , দুধ কে দুধ ,পানি কা পানি আর শাস্তি হিসেবে অবধারিত ভাবে কাটা যেত পকেট-মানি। কারণ বাবার ধারণা হত বেশি হাতখরচা দিলে ছেলে নির্ঘাত কোচিং ক্লাস কামাই করে বদ সঙ্গে মিশে সিনেমা দেখতে যাবে আর বিড়ি-সিগারেট খাবে।

আরেকবার কোন এক অঙ্ক পরীক্ষায় ক্লাস-এর মধ্যে সর্বনিম্ন নম্বর পেয়েছিলাম এবং খুব স্বভাবতই বাড়িতে রেজাল্ট বেরোনোর কথা বেমালুম চেপে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি এবং সৌজন্যে সেই ল্যান্ডলাইন। কোনো এক অতি-শুভাকাঙ্খী বন্ধু ফোন করে নিজের নম্বর জাহির করার সাথে সাথে আমার নম্বর টি জিজ্ঞেস করে। অত্যন্ত নিম্নস্বরে তা বললেও মা-এর অতিসক্রিয় কান এড়ানো যায়নি। ল্যান্ডলাইন এর ল্যান্ডমাইন হয়ে উঠে রেপুটেশন ফাটিয়ে ফুটো করে দেয়ার এই গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত বাদ দিলে মোটের ওপর অভিজ্ঞতা সুখকরই ছিল।

তবে বর্ষাকাল বা ঝড়বৃষ্টি হলে অবশ্য বেশ সমস্যা হত। টেলিফোনেরো সর্দিকাশি হত তখন। আর রিসিভার তুললেই ঘ্যারঘ্যার আওয়াজ শুরু হত। মাঝে মধ্যে নিউমোনিয়া হয়ে হৃৎস্পন্দন অর্থাৎ ডায়াল-টোন কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। নেচার হিলিং না হলে ডাক্তার ডাকতে হত। মানে নিকটতম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এ গিয়ে ডকেট করা আর কি। যারা এক্সচেঞ্জ থেকে লাইন সারাতে আসত তারা প্রায় পারিবারিক ডাক্তার এর মতোই হয়ে গেছিলো। পরের দিকে লাইন ডেড হয়ে গেলে,কখনও কখনও ডকেট করার ঝামেলায় না গিয়েওদেরকে সরাসরি ডাকা হত। আর "ডেড" ফোন ফিনিক্স পাখির মত বেঁচে উঠত।

এখন মোবাইল আর স্মার্ট-ফোনের রমরমার যুগে অবশ্য আর রিসিভার তুলে ডায়াল করার খুব একটা প্রয়োজন হয় না। অনেক বাড়িতে ল্যান্ডলাইন আক্ষরিক অর্থেই "ডেড" হয়ে গেছে। এখন লোকে ফোনের থেকে টেক্সট করে বেশি। কেউ ফোন-এ উপদ্রব করলে তাকে ব্লক করার সহজ উপায় আছে।কোনও কোনও বাড়িতে ল্যান্ডলাইন টিম টিম করে টিকে আছে মোবাইল এর ব্যাক-আপ হয়ে।

আমাদের বাড়ির ল্যান্ডলাইন টা এখনো বেচে আছে তবে স্মৃতি হিসেবে। মোবাইল আসার পরেও বাবা বরাবর ল্যান্ডফোন ব্যবহার করতেন ,কোনদিন মোবাইল ব্যবহার করেননি। বাবার বাজখাঁই গলার শেষ আওয়াজ শুনেছিলাম ওই ল্যান্ডলাইন এর রিসিভার থেকে। তারপরের দিন ওই ফোন থেকেই খবর এল যে বাবা আর নেই। এখনো বাড়ি গেলে ডেড রিসিভার কানে তুললে ওপ্রান্ত থেকে বাবার গলার রেশ ভেসে আসে - "কিরে সব ঠিকঠাক চলছে তো ?.....ঠিকাছে এবার রাখলাম,নয়ত ফোনের বিল বেড়ে যাবে।"

যমের দুয়ারে নিরামিষ অভিশাপ

অয়ন সরকার

মর্তলোকের জীবন শেষে পটা যমরাজের আদালতে এসে হাজির হয় নিজের পাপপুণ্যের বিচার নিতে। পটা দাবি করে সে ভক্তি করে বহু পুণ্য অর্জন করেছে — সোমবার শিব, মঙ্গলবার হনুমান, গোপালের জন্মদিন... কিন্তু দেবতাদের ডেকে আনতেই সব কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যায় — পাঁচটা সোমবারের পরই শিব-পুজো বন্ধ, নিরামিষ প্রতিজ্ঞার মাঝেই গোপনে চিকেন পকোড়া, আর গোপালকে দেওয়া vintage রসগোল্লা। সব শুনে যমরাজ রায় ঘোষণা দেন— পটা আবার মানুষ হয়ে জন্মাবে, কিন্তু কঠিন শর্ত হলো বিয়ের পর থেকেই তার জীবনে শুরু হবে নিরামিষের অভিশাপ! মাংস দেখলেও খেতে পারবে না, কাবাব-বিরিয়ানি দেখলেও জিভে জল আসবে না — বউ আসলেই শাস্তি শুরু!

কথামতো পটা জন্ম নেয় আবার। পটার বয়েস এখন চল্লিশ। চোখে চালশে। বিয়ে করে প্রায় ১৫ বছর সংসার করছে পটা। সেটা সুখের কিনা আমরা জানতে পারবো একটু পরে। স্ত্রী নাম পরী। দশ বছরের এক ছেলে, নাম তার ঘনা। ঘনা ক্লাস ৫ এ উঠল এবার। পরী খুবই ভগবানভক্ত। সপ্তাহের সাতদিন সে সাত দেবতাকে মানে।

~ সোমবার — শিবের ব্রত
~ মঙ্গলবার — হনুমানজি
~ বুধবার — গণেশ
~ বৃহস্পতিবার — লক্ষ্মী
~ শুক্রবার — মা সন্তোষীমা
~ শনিবার — শনি দেবতা
~ রবিবার — সূর্য দেবতা



এর ফলে মুশকিল হয়ে গেছে পটার, যে পটা আগের জন্মে আমিষ ছাড়া কিছু খেত না, সেই পটার বাড়িতে এখন মাছ, মাংস, ডিম কিছুই ঢোকে না। পটার কপালে এখন লাউ, ঝিঙে, পটল, সেদ্ধ ভাত, ডাল এই জোটে। লুচি আলুরদম এখন পটার কাছে বিরিয়ানি কাবাবের সমান।

পটা একদিন বসে ভাবে “কি এমন ভুল করলাম ভোলানাথ? এরকম শাস্তি আমায় দিলে তোমরা”
“শাস্তি না রে পটা, এটাকে detox বলে।“, ভোলানাথ বললেন।
পটা চমকে উঠে পাশে ভগবান শিব কে দেখে, “বাবা তুমি এসেছ? পরী দেখো কে এসেছেন”
“কেউ আসেনি পটা, তুই ছাড়া কেউ আমাকে দেখতে বা শুনতে পাবে না।“, ভোলানাথ বললেন।

এর মধ্যে পরী চলে আসে, এসে কাউকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করে, “বলছি আজ কি সন্ধে না হতেই পেটে পড়েছে নাকি? সারাটা দিন পা এর ওপর পা তুলে বসে আছো, বাড়ির একটা কাজও করোনা।“
“সকালে তোমাকে কফি বানিয়ে খাওালাম, জামাকাপড় ধুতে দিলাম, বাসন ধুয়ে দিলাম, এতো কিছু করার পরেও বলছ কোন কাজ করিনা” পরী বলে ওঠে, “ওগুলো কাঁচা জামাকাপড় আবার ধুতে দিয়েছিলে। কফি তে চিনির জায়গা নুন দিয়েছ। এখন দয়া করে বাড়ি বসে না থেকে রাতের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসো।”
“বলছি ও পটা চল, ঝামেলা বারাস না, বউমা যা বলছে তাই কর।”, ভোলানাথ বলেন।
রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ে ভোলানাথ আর পটা। পাড়ার মোরেই খাবারের দোকান। পটা গিয়ে বলে “দুটো চা, দুধ চিনি ছাড়া।”
ভোলানাথ বলে ওঠেন, “আমার টায় চিনি দুধ সব দিতে বল”
“বলছি বাবা এই বয়েশে চিনি দুধ সব? মানে বলছি সুগার নেই তো তোমার?”
দোকানদার বাবুয়া বলে, “কার সাথে বক বক করছ পটাদা? আর দুটো চা কি দরকার তোমার? বউদি জানলে কিন্তু রাগ করবে।”
“ঠিকাছে পাকামো করতে হবেনা তোকে, আমাকে ২ প্যাকেট ভেজ বিরিয়ানি দে”।
“ভেজ বিরিয়ানি আবার কিরে? বিরিয়ানি আবার ভেজ হয় নাকি? ওটাকে পোলাউ বল”, ভোলানাথ বললেন।
দোকানদার বিভ্রান্ত মুখে চা নামিয়ে দিয়ে বলল,
“এই পটাদা, তোমার মাথা ঠিক আছে তো? তুমি একা একা কথা বলছ কার সাথে?”
পটা বিরক্ত হয়ে গুনগুন করে,
“চুপ করে চা দে, সব জানার দরকার নেই।”
চা খেয়ে বাবা ভোলানাথকে নিয়ে বাড়ি আসে পটা। পটাকে দেখেই পরী বলে, “ধান ভাঙিয়ে, চাল কিনে দোকানে দিয়ে খাবার বানিয়ে আনলে? এতক্ষণ লাগল খাবার আনতে?”
“না না দোকানে খুব ভিড় ছিল, তাই না বাবা”, পটা বলল
“হাঁ তাই তো।”
“কে বাবা? আজ আবার খেয়েছ? আজ তোমাকে ঢুকতেই দেবনা, বাড়ির বাইরে থাকো।”, বলে দরজা বন্ধ করে দেয় পরী।
“এতো পার্বতীর থেকেও ডেঞ্জারাস রে পটা”, ভোলানাথ বললেন।
“দেখছ তো বাবা, আমাকে কিরম শাস্তি দিয়েছ, কিছু একটা করো বাবা।”
“দাড়া যমরাজকে whatsapp করছি।”
শিব ঠাকুর ফোন বের করতেই পরী ভিতর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে—
“কার সাথে কথা বলছ?”
শিব ঠাকুর চাপা স্বরে বললেন, “আমার নাম বলিস নে, পার্বতী কে বলিনি যে নিচে নেমেছি।”
পটা অবাক, “কেন বাবা?”
শিব ফিসফিস করে বললেন,
“আজ সকালে পার্বতী বলেছিল— ‘মন্ডপটা একটু ঝাঁট দিয়ে দে’।
আমি করিনি, উল্টে বলেছিলাম— ‘ধ্যান করছি’।
তখনই সুযোগ দেখে নিচে নেমে পড়লাম।
ও এখন টের পেলে আমাকেই ঝাঁট দেবে রে পটা।”
ঠিক সেই মুহূর্তে পরী সামনে আসে।
পরী দেখে পটা চেঁচিয়ে ওঠে , “বাবা দৌড়োওও!”
শিব ঠাকুর বললেন, “পটা তোর কপালটাই খারাপ।”
পটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,
“বাবা... পরের জন্মের registration খুললে আমাকে জানিও। Early bird slotটা যেন না মিস হয়!”

পুজোর প্রেম

কস্তুরী রায়



বাঙালিদের কাছে পুজো কী, সেটা আলাদা করে বলার নেই। পুজো একটা উৎসবের চেয়েও বেশি—একটা অনুভূতি। কত মানুষের জীবিকা, কতজনের বাড়ি ফেরা, আর প্রচুর মানুষের প্রেমে পড়া। প্রেমে মানুষ পড়ে, ওঠে না কেন—সে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে। আমি বরং আমার পুজোর প্রেম নিয়ে বলি।

যার সঙ্গে জীবন কাটাব ভেবেছি, তার সঙ্গে পুজোতেই প্রথম বেরিয়েছিলাম। সেটা ছিল আমার জীবনে একমাত্র কলকাতার পুজো দেখতে বেরোনো। যতই কলকাতার পুজো জমজমাট হোক না কেন, প্রত্যেক বছর আমাদের গ্রামের বাড়িতে পুজোয় যাওয়া ছিল আবশ্যক। পরে মনে হয়েছে, সেটাই অভ্যাস আর ভালো লাগা হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার পুজোকে তাই ঠিক ভালোবাসতে পারিনি। সে অন্য গল্প। তবে যেটা বলছিলাম—

পড়াশোনা আর বাবার পেশার কারণে কলকাতায় থাকলেও, ছুটি বা পুজোয় প্রত্যেক বছর গ্রামের বাড়ি যেতাম আমরা। দাদু ডাক্তার হওয়ার কারণে আমাদের বাড়িটা ছিল বড় রাস্তার ওপর। আর রাস্তা পেরিয়ে, শীলপাড়া পেরিয়ে যেতে হতো আমাদের আদি বাড়িতে,যেখানে ছিল ঠাকুরদালান।

পুজোর কদিন সারাদিনে আমরা যে কতবার বাড়ি আর ঠাকুরবাড়ি যাতায়াত করতাম, তার কোনও ঠিক নেই। পাড়ার লোক, যাদের আমি চিনতাম না কিন্তু তারা আমাদের চিনত, হাজারবার জিজ্ঞেস করত, “কী রে, কবে এলি? কী, ও-বাড়ি যাচ্ছিস?” আমরা হেসে বলতাম, “হ্যাঁ, ইত্যাদি ইত্যাদি।”

যখন ক্লাস নাইনে পড়ি, বাড়ি যাব বলে সপরিবারে ট্রেনে উঠেছি। হঠাৎ “কী বড়দা, ভালো?” বলে আমাদের কামরাতেই সে উঠল!

তার নাম ছিল হয়তো সোম। হয়তো বলছি, কারণ সঠিক নাম জানার কোনও রাস্তা ছিল না। বাবা তার নাম জানে, আর সে নিজের পরিচয়ে তার বন্ধুর দাদার মেয়েকে দেবে বা কেউ তাদের আলাপ করিয়ে দেবে—তা আশা করা যায় না! হ্যাঁ, ঠিকই পড়লেন। সে ছিল আমার কাকার বন্ধু। পুরো সর্বনাশের অবস্থা!

ট্রেনে দেখা হল, কিন্তু সে তো অবশ্যই আমাকে পাত্তা দিল না। পুঁচকে মেয়ে পুজোয় বাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু পুঁচকে তো আমি নিজের কাছে নই। চোদ্দোয় পা দিয়েছি। আদি যুগ হলে এই বয়সেই আমার ঘর-সংসারী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আদি যুগ তো নয়, অগত্যা। ভদ্রলোক দেখতে ছিল অবশ্যই ভালো—লম্বা, ভালো চেহারা। কথা বলত আরও সুন্দর, যদিও সরাসরি আমার সঙ্গে কোনও আলাপ-আলোচনা কোথাও কোনওদিন হয়নি!

তাহলে প্রেম বলি কী করে? কিন্তু আমার কাছে সেই ছিল প্রথম ভালো লাগা। আমার চোখ সেই বছর, এবং আমার জীবনের আগামী অনেক পুজোয়, তাকে খুঁজেছে। কিছু বছর পেয়েছে, কিন্তু অনেক বছর আর পায়নি।

বাড়ি পৌঁছে চেষ্টা লাগিয়ে দিলাম এদিক-ওদিক প্রশ্ন করে জানতে—লোকটা কোথায় থাকে, আসে কিনা কাকার কাছে। কিছুই জানা গেল না। গ্রামের বাড়িতে গুটিকয়েক বন্ধু আমার ছিল। খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাইবোন এত যে, আলাদা করে বন্ধু রাখার দরকারও ছিল না। কিন্তু তাদের মধ্যে আমি সবার বড়। ওদের তো আর এসব বলা যায় না যে, ট্রেনে কাকার এক বন্ধুকে দেখে আমি ভিমরি খেয়েছি!

যাই হোক, বিকেলে পুজোর বাড়ি যাওয়ার পথে শীলপাড়ার পুজোর মণ্ডপের সামনে দেখতে পেলাম তাকে। আর পায় কে আমাকে!

শীলপাড়াতেই সে থাকে। পুজোর আয়োজনে তার বিশাল ভূমিকা। তারপর সারাদিনে কতবার যে ওই পাড়া দিয়ে বাড়ি আর ঠাকুরবাড়ি যেতাম! কারণ-অকারণে। মা কিছু ভুলে গেলেই ছুটে বাড়ি থেকে এনে দিচ্ছি, ঠাকুমাকে নিয়ে আসতে হবে, বাবা-কাকাকে প্রসাদ দিয়ে আসতে হবে—সবেতেই আমি যেতে চাই। শীলপাড়া যতবার পারা যায় যাওয়া চাই।

যে দু-একটা বন্ধু আমার ছিল ওখানে, তার মধ্যে একজন থাকত ওই পাড়াতেই। তাকেই পাকড়াও করলাম। শুনলাম, সে মোক্তারি করে কলকাতায়, নাম সোম। কী আনন্দ আমার খবর পাওয়ার পর! তবে বুঝেছিলাম, নাহয় আমার অপদার্থ বন্ধু বলে দিয়েছিল, অথবা আমাকে দেখে

আমার বন্ধুদের হাসাহাসিতে হোক—সে নিশ্চয়ই টের পেয়েছিল যে এই মেয়েটা তার দর্শনের জন্যই এত ঘোরাঘুরি করছে!
কিন্তু ওই পর্যন্তই।
প্রত্যেক পুজোয় আমি গিয়ে অধীরভাবে তাকে দেখতে চাইতাম। কোনও কথাই কোনওদিন হয়নি। সে আমাকে দেখে একটু হেসে চলে যেত। কিন্তু পুজোয় সে আসবে, তাকে দেখতে পাব—সেটা ভেবেই মনের ভেতর কী হত, সেটা বোঝানো মুশকিল।
যদি সেই ভালো লাগা থেকে এগিয়ে কিছু কথা বলতাম, হয়তো জীবনের গল্পটা আলাদা হত। তবে সেরকম কিছু হওয়ার কথা ভাবিনি। সেই সুন্দর, মন ভালো করা ভালো লাগাটার থেকে বেশি কিছু দাবি বা আশা যে আমার মনের কোণাতেও ছিল না, সেটা এখন বুঝতে পারি।
এখন আর পুজোয় বাড়ি যাওয়া হয় না। তবে ওদের পাড়ার সেই বন্ধুর সঙ্গে আমার কথা হয়। শেষবার কথা হওয়ার সময় আমি সোমের খোঁজ করাতে সে খুব আশ্চর্য হয়েছিল। লাস্ট ইমেইলে সে আমাকে সোমের একটা ছবি পাঠিয়েছে।
কিন্তু সে চিঠি আমি খুলিনি।
থাক। যে ভাবে সে আমার মনে আছে, সে ভাবেই থাকুক। এই চল্লিশ বছরে সেই নিষ্পাপ মন নেই আর। তাই সেই চোদ্দো বছরের ভালো লাগাটাই থাক।
পুজোর গন্ধ মাখা সেই প্রেম এখন কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখলে যদি মাদকতাটা হারিয়ে যায়!
তাই থাক সে মনে বন্দি হয়ে।
আমার পুজোর প্রেম হয়ে।

হ্যাশট্যাগ দুর্গাপুজো

শুভঙ্কর দত্ত

সারাদিন মেঘে ঢাকা আকাশের মুখ ভার
এই হলো অটম — সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়।
শুধুই ফল কালার আর পাতা ঝরে পড়ে
দূর আমেরিকায় বসে মন কেমন যেন হু হু করে।

কলকাতার স্কাইলাইনে অবশ্য অন্যরকম শরৎ
শহর জুড়ে বেড়ে উঠেছে উত্তেজনার পারদ
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হিস্টিরিয়া এখন তুঙ্গে
হবেই না বা কেন, উমা যে এখন বঙ্গে।

বারোয়ারি হোক বা বনেদি বাড়ির সাবেকি কায়দায় মাকে আবাহন
প্রগতিহীন কলকাতাই যেন এই ক'দিন বিশ্বকে দেখাবে শিল্পায়ন
পাড়ায় পাড়ায় জনজোয়ার, আলোর রোশনাই আর থিমের ম্যাজিক
আশা, লতা, কিশোর, সন্ধ্যা, বেজে চলে উৎসবের সানাই, দশভুজা দশদিক।

সপ্তমীতে স্কুল ফ্রেন্ডস, অষ্টমীতে কলেজের বন্ধু
নবমী মিসলেনিয়াস আর দশমীতে পাড়ার রেস্তোরাঁ
এত বছরের এই চেনা ছবি পাল্টে এখন দুর্গাপুজোয়
হৈচৈতে মাতোয়ারা।

A Man by Birth, an Engineer by Chance, a Bohemian by Choice

Aritra Chatterjee

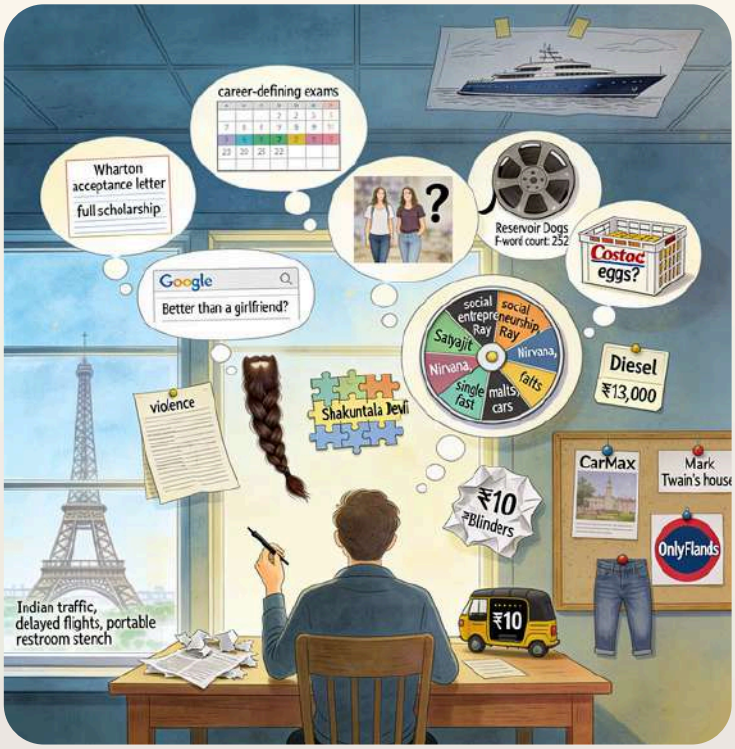

I have long suspected that fulfillment and achievement are not the same thing!!

Even if Thomas Caleel were to call me tomorrow and tell me that I had been admitted to Wharton with a full scholarship, I doubt I would feel completely satisfied. Accomplishments have always felt like checkpoints rather than destinations.

The baffling mind of mine is wired to wander elsewhere. For instance, while preparing for career-defining examinations, I often found myself pondering on why the women around me never seem to possess that impossibly flawless physique one sees in advertisements?

My mind has always been selectively quantitative. It can instantly retrieve the number of times the F-word is used in Reservoir Dogsyet fails spectacularly when asked something as practical as how many eggs come in a Costco crate. It stores trivia with obsessive efficiency and discards useful information without remorse.

Contradictions define me better than any personality assessment ever could. I once nurtured an irrational desire to grow a long-braided beard despite knowing I am truly begotten son.

I genuinely believed that Google is better than a girlfriend – it rarely rubs you the wrong way.

I believe I could have investigated the Kurt Cobain case more effectively than Scotland Yard yet put me in front of one of Shakuntala Devi's puzzles and I would probably surrender within minutes. The mysteries that intrigue us are rarely the ones we are equipped to solve.

I can give holistic perspectives to others, solve problems with ease, preach immortal values to an extent of making others cognitively empathetic, but I can't think for myself, and clarity remains out of reach.

I dislike violence, yet I have never missed an episode of Peaky Blinders nor those gory Tarantino films. I am drawn to the darker corners of human nature; it simply makes me human.

My passions arrive in phases. At different points in life, I have immersed myself in social entrepreneurship, Satyajit Ray, Nirvana, single malts, fast cars. I admire authenticity in all its forms, but I keep these passions carefully compartmentalized. They coexist in my life without ever needing to justify one another.

There was a time when I would bargain with auto-rickshaw drivers for minutes to save a few, yet I would happily climb back into the same auto to buy a pair of Diesel jeans worth ₹13,000. Financially astute mind I mean!

I consider myself hopelessly romantic, not in the conventional sense. I can imagine standing before the Eiffel Tower and brooding about horrendous Indian traffic, delayed flights, or the stench of a poorly maintained portable restroom. Reality has always fascinated me more than fantasy.

Physical beauty, too, works differently in my head. Seldom has FKK or noble nudeness impressed me. A pair of smoky eyes or a thoughtfully chosen cotton saree can tell a far richer story.

Not too long ago, I believed I could help take CarMax to greater heights. Then, one ordinary morning, halfway through my second cup of coffee, corporate reality arrived with the force of a gut punch. It was a humbling reminder that confidence and control are not always related.

Today, I find myself struggling to market myself to business schools in a state famous for Mark Twain's house and public creators keeping Tim Stokely's business afloat, while entertaining dreams of owning a luxury yacht someday. Rationally, the two ambitions have little business occupying the same mind. Yet they live together!

The fact that life is rarely a neat or coherent narrative has stuck to me since time unknown.

Thank You

For Supporting Our Journey

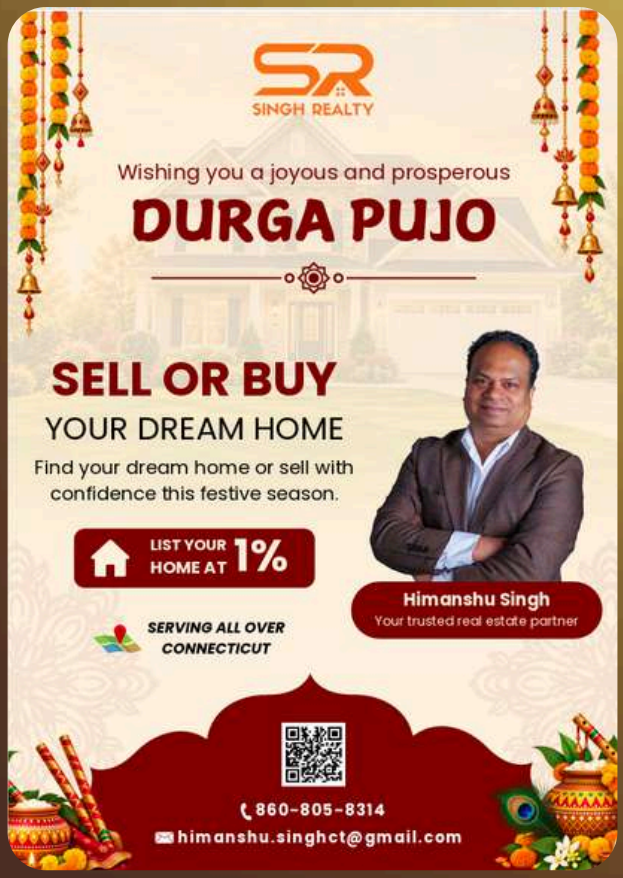









Thank You

FOR SUPPORTING US YEAR OVER YEAR

ECPA

Eastern Connecticut Physician Associates

Dr. Gayethri Narayanswamy

MD. Family Medicine

(860) 375-5141

2701 Tamarack Ave.
South Windsor, CT 06074

www.ecpaforyou.com

Rasham

- INTERNATIONAL FOOD MARKET
- BUTCHER
- DESSERTS
- EVENT CATERING
- RESTAURANT
- FOOD TO GO

577 John Fitch Blvd, South Windsor, CT
(860) 290-7826

770 Farmington Ave, West Hartfort, CT
(860) 232-6600



Designed by

MEMOIRS & MOMENTS

Making Your Moments Memorable

- EVENT DÉCOR
- BALLOON STYLING
- BACKDROPS
- CENTERPIECES
- CUSTOM DETAILS

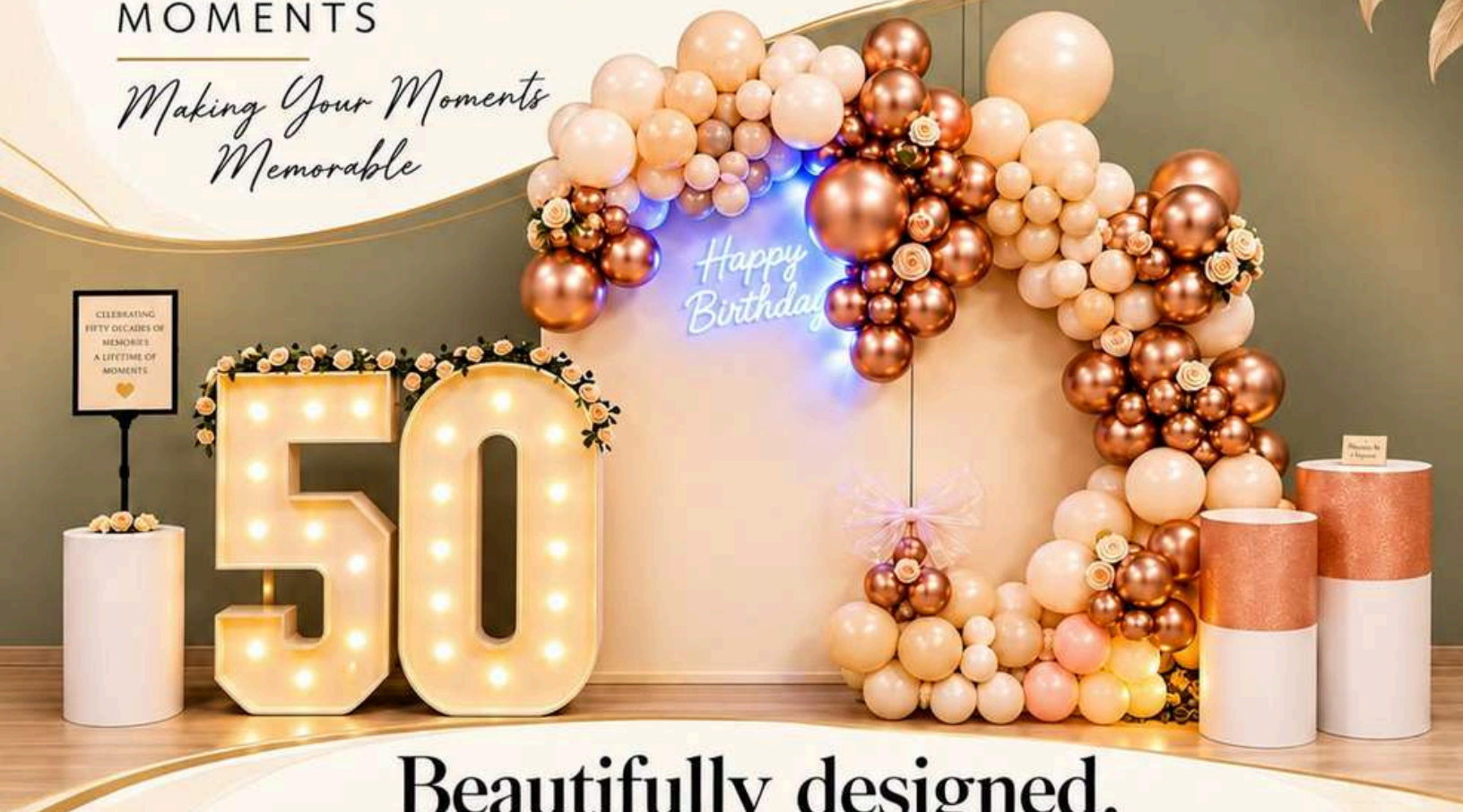

Beautifully designed.
Thoughtfully celebrated.

From intimate celebrations to unforgettable milestones, we create décor designed around your story.



BABY SHOWERS



BIRTHDAYS & KIDS EVENTS



GRADUATIONS & MILESTONES

EVENT DÉCOR • BALLOON STYLING • BACKDROPS • CENTERPIECES • CUSTOM DETAILS

Contact | 860-881-0803 | SCAN TO GET IN TOUCH